Mr. Ahmad Taufique
P.O. & vill - Selbarash
via - Dharampasha
Dt Sylhet

Reg. No DA.—142

পাক্ষিক

আহ্‌মদী

পূর্ব্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক আঞ্জুমানে আহমদীয়ার মুখপত্র।

সডাক বার্ষিক চাঁদা ৪৲ টাকা | প্রতি সংখ্যা ৶০ আনা

পাক্ষিক আহ্‌মদীর নিয়মাবলী

১। প্রবন্ধাদি সম্পাদকের নিকট পাঠাইতে হয়।
২। চাঁদা, সাহায্য বা কাগজ পাওয়া সম্বন্ধে কোন অভিযোগ থাকিলে ম্যানেজারের নিকট পাঠাইতে হয়। চাঁদা অগ্রিম দেয়।
৩। 'আহমদীর' বৎসর মে হইতে এপ্রিল এবং যিনি যখন গ্রাহক হন তখন হইতে।
৪। বিজ্ঞাপনের হার অতি সুলভ। ম্যানেজারের সহিত পত্রালাপ করুন।

ম্যানেজার, আহ্‌মদী কার্য্যালয়,
পোঃ বক্স নং৬, ১৮/১২ মিশন পাড়া নারায়ণগঞ্জ।

নব পর্য্যায় —১২শ বর্ষ, | Fortnightly, Ahmadi, December, 22nd, 1958 ৬ই পৌষ, ১৩৬৫ বাং ১০ই জমাদিয়স-সানি, ১৩৭৮ হিঃ, | ১৫শ ও ১৬শ সংখ্যা

ব্যবসায়ে সততা অবলম্বন।

আল্লাহতালা কোরআন করীমে বলিয়াছেনঃ—"ঐ সকল অনিষ্টকারীর জন্য ধ্বংস নির্দ্ধারিত রহিয়াছে যাহারা কাহারো নিকট হইতে লইবার সময় মাপ এবং ওজনে অধিক লয় এবং দিবার সময় কম দেয়।"

এই আয়াতে "মোতাফ্‌ফেফিনা' শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। ইহাতে ঐ সমস্ত লোক সামেল আছে যাহারা স্বীয় প্রাপ্য পূর্ণ আদায় করে এবং অপরের প্রাপ্য পূর্ণ আদায় করেনা। চাকুরী জীবিগণ যদি তাহাদের কর্ত্তব্য পূর্ণ মাত্রায় আদায় না করে এবং অলসতা প্রদর্শন করিয়া অতিবাহিত করে তবে তাহারাও ইহাতে শামেল। তদ্রূপ অন্যান্য কাজ কর্ম্ম সম্বন্ধেও প্রত্যেককে খেয়াল রাখিতে হইবে যে আমি আমার প্রাপ্য হইতে অতিরিক্ত তো লইতেছি না বা অপরের প্রাপ্য হইতে কমতো দিতেছিনা? যদি প্রত্যেক মুসলমান আল্লাহতা'লার এই আদেশ পালনে ব্রতী হয় তবে দেশ ও জাতির মধ্যে যে এক বিরাট পরিবর্ত্তন দেখা দিবে তাহাতে সন্দেহ নাই। আর যদি কেহ ইহা অমান্য করে, তবে সে স্বীয় ধ্বংসের উপকরণ নিজেই তৈয়ার করে।

হজরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেনঃ— "হজরত রসুল করীম (দঃ) ....কোন ব্যক্তি মাল খরিদ করিবার সময় অন্য ব্যক্তিকে (খরিদ করার উদ্দেশ্যে নহে বরং মূল্য বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে) ঐ মালের প্রশংসা করিতে বা মূল্য বাড়াইতে নিষেধ করিয়াছেন। এবং দুগ্ধবতী গাভী, মহিষ প্রভৃতি বিক্রয়ের ২১ দিন পূর্ব্বে গ্রাহককে অধিক দুগ্ধবতী বলিয়া ধোকা দিবার জন্য স্তন বাঁধিয়া রাখাও নিষেধ করিয়াছেন।

হজরত ইবনে ওমর(রঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, হজরত রসুল করীম (দঃ) বলিয়াছেন :— তোমাদের মধ্যে কেহই কাহারো ক্রয় বিক্রয়ের মধ্যে ক্রয় বিক্রয় করিবেনা। (কাহারো বিক্রয়ের সময় গ্রাহক খারাপ করিবার উদ্দেশ্যে এই কথা বলিবেনা যে, ইহার চেয়ে উৎকৃষ্ট অথচ সস্তায় আমি মাল খরিদ করিয়া দিতে পারিব ইত্যাদি)।" "বোখারী ও মুসলিম।"

মুসলমানগণ প্রভু হজরত মোহাম্মদ (দঃ) এর নামে সব কিছু কোরবান করিতে প্রস্তুত বলিয়া মৌখিক দাবীর সঙ্গে সঙ্গে যদি প্রভুর আদেশ নিষেধের প্রতি খেয়াল রাখিতেন এবং তাহা পালন করিতেন তবে দুনিয়ার অবস্থা যে অন্যরূপ হইত তাহাতে বিন্দু মাত্র সন্দেহ নাই। এক জামানা ছিল যখনকার ইতিহাস সাক্ষ্য প্রদান করে যে, মুসলমানগণ আঁ হজরত (দঃ) এর প্রত্যেকটি আদেশ নিষেধের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া চলিতেন। কিন্তু আজ তাহা বিলোপ প্রাপ্ত হইয়াছে। কাজেই কবি গাহিয়াছেন :—

"মুসলমনাঁ দর গোর মুসলমাঁনী দর কেতাব'।
অর্থাৎ মুসলমানগণ সমাহিত হইয়াছেন কবরে,
আর মুসলমানী রহিয়াছে কেতাবে।

হজরত রসুল করীম (দঃ) এর অকপটতা ও হৃদ্যতা।

হজরত ইমাম মাহদী (আঃ) বলিয়াছেন :— "হজরত মোহাম্মদ (দঃ) এর অকপটতা ও হৃদ্যতা দেখুন। হুজুর (দঃ) সর্ব্বপ্রকার মন্দের মোকাবেলা করিয়াছেন। সর্ব্বপ্রকার দুঃখ কষ্ট সহ্য করিয়াছেন, কিন্তু তাহাতে কোন পরোয়া করেন নাই। এই অকপটতা ও হৃদ্যতার দরুনই আল্লাহতা'লা ফজল করিয়াছেন। এই নিমিত্তই তো আল্লাহ তা'লা বলিয়াছেন :—আল্লাহতা'লা এবং সমস্ত ফেরেশতা হজরত মোহাম্মদ (দঃ) এর প্রতি দরূদ পাঠ করিতেছেন, হে ঈমানদারগণ তোমরাও দরূদ ও ছালাম পাঠ করিতে থাকিবে।" সুরা ২২।" এই আয়েত দ্বারা প্রমান হয়, হজরত রসুল করীম (দঃ) এর আমল এইরূপ ছিল যে, আল্লাহ তা'লা আঁ হজরত (দঃ) এর প্রশংসা বা গুণাবলীর সীমারেখা টানিবার জন্য কোন বিশেষ শব্দ ব্যবহার করেন নাই। অর্থাৎ আঁ হজরত (দঃ) এর সৎকর্ম্মের প্রশংসা সীমাহীন ছিল। এই প্রকার আয়েৎ অন্য কোন নবীর শানে ব্যবহৃত হয় নাই। আঁ হজরত (দঃ) এর আত্মাতে এই প্রকার সত্যবাদিতা, বিশ্বস্ততা, অকপটতা, সরলতা, হৃদ্যতা প্রভৃতি গুণরাশি বিদ্যমান ছিল, এবং কার্য্যাবলী আল্লাহ তা'লার এত প্রিয় ছিল যে, আল্লাহ তা'লা চিরদিনের জন্য এই আদেশ জারী করিলেন, ভবিষ্যতে মানুষ যেন কৃতজ্ঞতা স্বরূপ দরূদ শরীফ পাঠ করেন।"

"মলফুজাত ৩৬—৩৭ পৃঃ।"

এক সাহেবের কতিপয় প্রশ্নের উত্তর।

হজরত খলীফাতুল মসিহ সানি (আইঃ)। হ্যাগ (হল্যাণ্ড) হইতে মিঃ এ, ভি, যিমার ম্যান, Mr. A, V. Zimmerman হজরত আমীরুল মোমেনীন খলীফাতুল মসিহ সানি (আইঃ) প্রণীত ইংরাজী গ্রন্থ "কমিউনিজম এণ্ড ডেমক্রেসী" পাঠ করার পর কতিপয় প্রশ্ন করিলে হুজুর (আইঃ) যে উত্তর দিয়াছেন তাহা "আহমদী"র পাঠক পাঠিকাগণের অবগতির জন্য নিম্নে উদ্ধৃত করা গেল। "সঃ, আঃ।"

১ম প্রশ্নঃ—"কমিউনিজম এণ্ড ডেমক্রেসী" নামক গ্রন্থ পাঠে আমি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইলাম যে, গ্রন্থকারের মতে আমেরিকা এবং পাশ্চাত্যের জাতিগুলির কর্ত্তব্য রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুত থাকা। কিন্তু এ্যাটম বোমা সম্বন্ধে কোন বাধ্য বাধকতার দিকে তাহাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয় নাই এবং কোন প্রকার মারাত্মক অস্ত্রেরও প্রতিবাদ করা হয় নাই।

উত্তর ঃ—এ্যাটম বোমার কণ্ট্রোল যেহেতু মানব শক্তির বহির্ভূত এইজন্য পাশ্চাত্য শক্তি বর্গের দৃষ্টি আমি এই দিকে আকর্ষণ করি নাই। কোরআন করীম পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, আকাশ হইতে এমন অগ্নি পতিত হইবে যাহা এ্যাটম বোমাকে নিশ্চিহ্ন করিয়া দিবে। ইদানিং আমেরিকা চন্দ্রের দিকে যে রকেট নিক্ষেপ করিয়াছিল তাহাও কোন অগ্নিশিখা দ্বারাই ধ্বংস হইয়াছে। তদ্রূপ এই বোমগুলিও কোন আসমানী অগ্নিশিখা ও উজ্জ্বল নক্ষত্র ধ্বংস করিয়া দিবে। কোরআন করীমে বর্ণিত আছে, আকাশ হইতে অগ্নি শিখা নিক্ষিপ্ত হইবে।' "সুরা আররহমান ৩৬ আয়েৎ।" যদ্বারা এই ধ্বংসকারী উপকরণ সমূহ ধ্বংস হইবে। অতএব যদিও এ্যাটম বোম কেয়ামতের বাহ্যিক নিদর্শন কিন্তু আল্লাহ তা'লা কেয়ামত নিজের হাতে রাখিয়াছেন। রাশিয়া বা আমেরিকার হাতে দেন নাই।

রাশিয়ার এ্যাটম বোম সম্পর্কীয় রিসার্চ ইন্সটিটিউট এর ইনচার্জ্জ একজন প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক তিন বৎসর পূর্ব্বে আমার সহিত সাক্ষাৎ করেন। আমি তাঁহাকে এই কথাই বলিয়াছিলাম যে, আপনারা তো বলেন আমরা জনসাধারণের মঙ্গলার্থে কাজ করি। কিন্তু আপনারা যে এ্যাটম বোম প্রস্তুত করিয়াছেন ইহা দ্বারা লাভ কি হইবে? যদি আপনারা আমেরিকাতে এ্যাটম বোম নিক্ষেপ করেন তবে আমেরিকা ধ্বংস হইবে। এবং যদি তাহারা পূর্ব্বে নিক্ষেপ করে তবে রাশিয়া ধ্বংস হইবে। ইহাতে জনসাধারণের লাভ কি? আপনাদের তো সর্ব্ব সাধারণের ফায়দা সম্বন্ধে চিন্তা করা এবং এ্যাটম বোমের প্রতিষেধক পেশ করা প্রয়োজন। তিনি বলিতে লাগিলেন, ইহার কোন প্রতিষেধক বাহির হয় নাই এবং ইহা আমাদের মস্তিষ্কেও আসেনা।

মূল কথা এই যে, ইহার ধ্বংসকারী আল্লাহ তা'লা স্বহস্তে রাখিয়াছেন। যখন তিনি মানব জাতিকে বাঁচাইতে চাহিবেন তখন প্রতিষেধক সৃষ্টি করিবেন।

আহমদীয়া জামাতের প্রতিষ্ঠাতার যে সমস্ত ঐশিবাণী (ইলহাম) মুদ্রিত হইয়াছে তাহাতে একস্থানে কতিপয় সংখ্যা রহিয়াছে (তাজকেরাহ ২০২ পৃঃ) এবং সঙ্গে একটি নক্সা দেওয়া হইয়াছে। কোন কোন বৈজ্ঞানিক মত প্রকাশ করিয়াছেন যে, এই নক্সায় যে খোল রহিয়াছে হুবহু এই খোলই হাইড্রোজেন বোমে ব্যবহৃত হয় অথচ এই নক্সা আজ হইতে প্রায় ৬০ বৎসর পূর্ব্বকার। হজরত মসিহ মাউদ (আঃ)কে যখন এত বৎসর পূর্ব্বে জানাইয়া দেওয়া হইয়াছিল যে এই প্রকার বস্তু আবিষ্কার হইবে। তখন যে খোদা তাঁহার বান্দাগণকে এই বস্তু আবিষ্কারের শক্তি দিয়াছেন তিনি মানুষকে ইহা হইতে রক্ষা করিবারও কোন না কোন সামান সৃষ্টি করিবেন।

আমাকে একবার এক প্রকার গ্যাস সম্বন্ধে সংবাদ দেওয়া হইয়াছিল। আমি স্বপ্নে দেখিলাম যে, আমি এক কামড়ায় উপবিষ্ট আছি। কোন এক ব্যক্তি গ্যাস নিক্ষেপ করিলে আমি উহার ঘ্রাণ লইয়া বলিলাম, ইহা হইতে তো 'ক্লোরিন' এর গন্ধ আসিতেছে। অতঃপর আমি বাহিরে চলিয়া গেলাম। (জাগ্রত হইয়া আমি কতিপয় বৈজ্ঞানিককে জিজ্ঞাসা করায় তাঁহারা বলিলেন যে অজ্ঞানকারী গ্যাস ক্লোরিন দ্বারাই প্রস্তুত হয়। আমি স্বপ্নে যে গ্যাস দেখিয়াছিলাম তাহা অস্থায়ী অজ্ঞানকারী ছিল।) অতঃপর আমার উপর হইতে গ্যাসের প্রতিক্রিয়া চলিয়া গেল এবং অন্যান্য লোকেরও। এই স্বপ্ন দ্বারাও আমার মনে হয় যে, আল্লাহ তালা স্বীয় ফজল দ্বারা এই প্রকার উপকরণ সৃষ্টি করিয়া দিবেন যদ্বারা শত্রুগণের উপরও শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হইবে এবং সাধারণ ধ্বংস লীলাও দেখা দিবেনা।

২য় প্রশ্নঃ আপনার দ্বিতীয় প্রশ্ন এই যে, "কমিউনিজম এণ্ড ডেমক্রেসি"তে মাত্র একটুকু লেখা হইয়াছে যে, যদি রাশিয়া এ্যাটম বোম সর্ব্ব প্রথম ব্যবহার করে, তবে তার প্রত্যুত্তরে আমেরিকাও ইহা ব্যবহার করিয়া নিজ চরিত্রের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করিতে পারে। পরন্তু পাশ্চাত্য তো পূর্ব্বেই হিরোশিমা ও নাগাসাকিতে এ্যাটম বোম ব্যবহার করিয়াছে।

উত্তর ঃ—হিরোশিমা এবং নাগাসাকি রাশিয়ার রাষ্ট্র ছিলনা জাপানী রাষ্ট্র ছিল। আমার মতে ইহা আমেরিকার অন্যায় কার্য্য হইয়াছে যে নির্দ্দোষ পুরুষ, স্ত্রীলোক ও শিশুগণকে হত্যা করিয়াছে, কিন্তু একবার ভুল করার অর্থ এই নহে ভবিষ্যতে আত্মরক্ষার্থে ও এ্যাটম বোম ব্যবহার করিবে না। যদি রাশিয়া এ্যাটম বোম ব্যবহার করে তবে আমেরিকার পক্ষেও ইহা ব্যবহার করা সঙ্গত হইবে। কিন্তু হিরোশিমা ও নাগাসাকিতে যে তাহারা এ্যাটম বোম ব্যবহার করিয়াছিল উহা অসঙ্গত ছিল।

৩য়, প্রশ্নঃ—আপনি কোরআন করীমের ভূমিকায় "সুরা ৮, আয়াৎ ৬১-৬২ র ব্যাখ্যায় লিখিয়াছেন, যদি মুসলমানগণ শান্তি প্রস্তাব প্রত্যাখান করেন তবে তাঁহারা খোদাতা'লার জন্য জেহাদকারী নহেন। তদ্রূপ শত্রুগণের গাম্ভীর্য্যতার প্রতি সন্দেহ হওয়া সত্ত্বেও শান্তি প্রস্তাব গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। যদি রাশিয়ার প্রতিষ্ঠা কল্পে বিভিন্ন প্রস্তাব যেরূপ মারণ স্ত্র ব্যবহারে বিধি নিষেধ আরোপ করা এবং সৈন্যগণকে নিরস্ত্র করা মানিয়া লওয়া হয় তবে ইহা নিশ্চয়ই ইসলামী কানুন অনুযায়ী হইবে।

উত্তর ঃ—মুসলমানগণের ইহাও কর্ত্তব্য যে তাহারা শত্রু সম্বন্ধে উত্তমরূপে অনুসন্ধান করিয়া কার্য্যে অগ্রসর হওয়া। পরন্তু কাফের স্ত্রীলোকগণ যখন বয়েত করিতে আসিত তখন তাহাদের সম্বন্ধে উত্তমরূপে অনুসন্ধান করিবার আদেশ কোরআন করীমে বর্ণিত হইয়াছে যে তাহারা প্রকৃতই ইসলাম গ্রহণ করিতেছে কিনা অনুসন্ধান করিয়া লও "৬০—১১।" ইসলাম গ্রহণেচ্ছুক স্ত্রীলোকগণের সততা সম্বন্ধেও যখন অনুসন্ধান করা প্রয়োজন, তবে সন্ধি প্রস্তাব সম্বন্ধে কেন অনুসন্ধান করা প্রয়োজন হইবেনা মাত্র এতটুকু দরকার যে, সতর্কতার যেন কোন অবৈধ দিক না থাকে। কিন্তু প্রত্যেকটি বৈধ দিকের প্রতি সতর্কতা অবলম্বন করিতে হইবে! বাঁকী রহিল এই কথা যে, রাশিয়া শান্তি প্রস্তাব পেশ করিতেছে। ইহা ভুল

রাশিয়া মানুষকে প্রতারিত করিতেছে। পরন্তু আমেরিকা প্রস্তাব করিয়াছিল যে বর্ত্তমান এ্যাটম বোম এবং ইহার কারখানা দেখিবার জন্য একটি কমিশণ নিয়োগ করা হউক! এই কমিশন উভয় রাষ্ট্রের বর্ত্তমান মওজুদ বোম ও কারখানা দেখিবে। ইহাতে রাশিয়া ভবিষ্যতের জন্য বাধা বাধকতা সম্বন্ধে তো বলে, কিন্তু তাহাদের বর্ত্তমান কারখানা সমূহ দেখিবার জন্য কোন কমিশন নিয়োগের অনুমতি দেয়না। কিন্তু আমেরিকা অনুমতি দিতেছে। অন্ততঃ এই বিষয়ে আমেরিকার মনোভাব সঙ্গত এবং রাশিয়ার অসঙ্গত।

৪র্থ, প্রশ্নঃ—যদি আহমদীয়া জামাত পাশ্চাত্যবাসীগণের মধ্যে বিশ্বাস স্থাপন করায় যে, তাহারা রুশিয়গণকে নিজদের ভাই মনে করে এবং আহমদীগণ দোয়া এবং মহব্বত দ্বারা রুশিয় গণকে খোদা তা'লার দিকে প্রত্যাবর্ত্তন করায়, তবে তাহারা রাশিয়ার নাস্তিকতা ও কমিউনিজম্‌কে যুদ্ধের তুলনায় অল্প সময়ের মধ্যে শেষ করিতে পারে।

উত্তরঃ—আপনি যাহা লিখিয়াছেন তাহা সম্পূর্ণ ঠিক। কিন্তু রাশিয়া তো নিজের দেশে আহমদীগণকে যাইতে দেয়না; এমতবস্থায় তাহাদিগকে খোদা তা'লার দিকে কি ভাবে ডাকা যাইতে পারে? মাত্র এক জন আহমদী মিশনারী একবার রাশিয়া গিয়াছিলেন। কিন্তু তাহারা তাঁহাকে কয়েদ করে এবং শুকরের মাংস খাইতে বাধ্য করার চেষ্টা করে। তিনি শুকরের মাংস ভক্ষণ না করিয়া উপবাস আরম্ভ করেন। অবশেষে রুশিয় গণ তাঁহাকে এত নির্ম্মম ভাবে মারপিট করে যে, তিনি তাহাতে পাগল হইয়া যায়। অতঃপর তাহারা তাঁহাকে ইরাণে আসিয়া ফেলিয়া যায়। তথা হইতে ইংরাজগণ তাঁহাকে আনয়ণ পূর্ব্বক আমাদের নিকট পৌঁছাইয়া দিয়াছেন। আমি তাঁহার যাবতীয় চিকিৎসা করাইয়া আমাদের আরবী কলেজের প্রোফেসারীর কার্য্যে নিযুক্ত করিয়াছি। এখনও তিনি সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করেন নাই।

অতএব যাহারা আমাদিগকে তাহাদের দেশে তবলীগই করিতে দেয়না তাহাদিগকে আমরা ধর্ম্মের বিষয় কেমন করিয়া জানাইব? হাঁ, খোদা তালা ঐ দেশে তবলীগের রাস্তা খুলিয়া দিবেন। পরন্তু আমাকে স্বপ্নে দেখানো হইয়াছে যে, একদিন রাশিয়াতে ও তবলীগের রাস্তা খুলিবে বিশেষ করিয়া "আযবেকৃস্থান "এর দিক দিয়া রাশিয়া প্রবেশের রাস্তা নিশ্চয়ই খুলিবে। খোদা তা'লা আমাকে ইহাও জানাইয়াছেন যে, আহমদীয়া লিটারেচার পাঠ করিয়া তথায় ২/১ জন লোক আহমদীও হইয়াছেন।

৫ম প্রশ্ন :—কোরআন করীমের ভূমিকায় ইসলামী কানুন লিপিবদ্ধ আছে যে, সৈন্যগণের কার্য্য তৎপরতার দরুন জনসাধারণের বাসগৃহ এবং ফসলাদীর ক্ষতি যেন না হয়, ইসলাম যদি কয়েক প্রকার মারাত্মক অস্ত্র ব্যবহারের নিয়ম জারী রাখে তবে এই কানুন এর আর মূল্যই থাকে না।

উত্তর :—ইহাতো আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে আত্মরক্ষার্থে এ্যাটম বোম ব্যবহার করা ও বৈধ। হজরত রসুল করীম (দঃ) বলিয়াছেন যে শত্রু যেরূপ ব্যবহার করে তদ্রূপ ব্যবহার শত্রুর সহিত করা যায়। তাহারা যদি বাড়ী ঘরের খেয়াল না রাখে তবে তাহাদের বাড়ী ঘরের ও খেয়াল রাখা হইবে না। যদি তাহারা ফসল নষ্ট করে তবে তাহাদের ফসলেরও ক্ষতি করা হইবে। তদ্রূপ আঁ হজরত (দঃ) বলিয়াছেন আল্লাহতা'লা শাস্তি স্বহস্তে রাখিয়াছেন। কিন্তু যদি শত্রু গণ লাশ, আগুণে পোড়ায়, তবে তাহাদের লাশ পোড়ানোও বৈধ হইবে।

৬ষ্ঠ প্রশ্ন :—মোকাশেফাৎ ২০ অধ্যায় ৭-৮ আয়েতের ভবিষ্যদ্বানীতে বর্নিত আছে, এক হাজার বৎসর পর শয়তানকে কয়েদমুক্ত করা হইবে এবং ইয়াজুজ মাজুজকে যুদ্ধের জন্য একত্রিভূত করা হইবে। এই ভবিষ্যদ্বানী যদি হজরত রসুলকরীম (দঃ) এর এক হাজার বৎসর পর পূর্ণ হইয়া থাকে তবে তদনুসারে ১৫৭০ খৃষ্টাব্দে কোন লক্ষণ প্রকাশিত হইয়াছে যাহা ইয়াজুজ মাজুজ প্রকাশ হওয়া সম্বন্ধে আরোপ করা যাইতে পারে।'

উত্তর :—হজরত রসুল করীম (দঃ) ৫৭০ খৃষ্টাব্দে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। ৬১১ সনে নবুয়তের দাবী করেন। ইহাতে এক হাজার বৎসর যোগ করিলে ১৬১১ খৃষ্টাব্দে হয়। ইহাই ঐ তারিখ, যখন ইংরাজগণ ভারতবর্ষে পা ফেলিতে আরম্ভ করে। পরন্তু ১৬১১ খৃষ্টাব্দেই মোগল বাদশাহ তাহাদিগকে বঙ্গোপসাগরে কাজ করিতে অনুমতি দিয়াছিলেন। ১৬১২ খৃষ্টাব্দে তাহারা সুরাটে সর্ব্ব প্রথম কারখানা স্থাপন করিবার অনুমতি লাভ করে। ইহা ছিল ইউরোপের উন্নতি এবং ইহার বিশ্বময় প্রসারিত হইবার প্রথম ভিত্তি। পরন্তু ভারতবর্ষে পা জমানোর দরুনই তাহারা এশিয়ার অন্যান্য দেশ এবং আফ্রিকার উপর আধিপত্য বিস্তার করে এবং তাহাদের পদানুসরণে অন্যান্য ইউরোপীয় জাতিগণও উন্নতি করিয়াছে এবং ইয়াজুজ মাজুজের বিজয়ের সময় আরম্ভ হইয়াছে।

সপ্তম প্রশ্ন :—আপনি লিখিয়াছেন, মোকাশেফাৎ ২০ অধ্যায়, ৪ আয়েৎ পাঠে জানা যায় যে, ইহা ঐ হাজার বৎসর, যখন মসিহ স্বীয়, দ্বিতীয় আবির্ভাবের সময় শিষ্যগণ সহ এই জমিনে বাদশাহাত করিবেন।

উত্তর :—ইহা ঠিক কথা। কিন্তু এখানে ইহার অর্থ প্রথম মসিহ নহে বরং প্রতিশ্রুত মসিহ, এবং এই ভবিষ্যদ্বানীতে বর্ণিত আছে যে, মসিহ মাউদ (আঃ) এর জামাত একদিন বিশ্ব বিজয়ী হইবে। কিন্তু প্রত্যেক কাজ ক্রমশঃ হইয়া থাকে। একদিন আসিবে যখন খোদাতা'লার এই বাক্য ও পূর্ণ হইবে।

জামাতে আহমদীয়া দ্বারা পশ্চিম আফ্রিকায় ইসলাম প্রচার।

খৃষ্টান রাষ্ট্রের পলিসি মাত্র এখনই নহে বরং ঐ সময় হইতেই, যখন তাহারা অন্যান্য দেশে রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত করিতেছিল। এই ছিল যে, তাহাদের অধিকৃত এলাকায় খৃষ্ট ধর্ম্ম প্রসার করে। কোন দেশের সর্ব্ব মোট জনসাধারণ বা অধিকাংশ লোক খৃষ্ট ধর্ম্ম গ্রহণ করাকে খৃষ্টান রাষ্ট্রের স্থিতিশীলতার গ্যারান্টি মনে করা হইত। আফ্রিকার ও এই অবস্থা। এরূপ দেশ, যেখানকার অধিকাংশ অধিবাসী খৃষ্ট ধর্ম্মাবলম্বী এবং যেখানে বহু বর্ষ ব্যাপী তাহাদের রাষ্ট্রীয় প্রভাব রহিয়াছে, এমন দেশের অধিবাসীগণের খৃষ্ট ধর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক ইসলাম গ্রহণ করা নিশ্চয়ই ইসলামী শিক্ষার শ্রেষ্ঠতার প্রমাণ। এই আশ্চর্য্যজনক ইনকেলাব আল্লাহতালার ফজলে আহমদীয়া জামাতের ঐ মোজাহেদগণের চেষ্টা পরিশ্রমের ফল, যাহারা নিজেদের জীবন ওয়াকফ করিয়া ইসলামের সেবায় আত্ম নিয়ন্ত্রণ করিয়াছেন এবং যাঁহাদের চেষ্টা প্রচেষ্টার দরুণ খৃষ্ট ধর্ম্মের পতাকাবাহীগণ স্বীয় ধর্ম্মকে ইসলামের মোকাবেলায় বিপদগ্রস্থ মনে করিতেছে। আজ হইতে প্রায় ৫০ বৎসর পূর্ব্বে A. P. Atterbury তদীয় গ্রন্থ Islam in Africaতে দাবী করিয়াছিলেন যে, ইসলামকে আফ্রিকাতে চূর্ণ বিচূর্ণ করার কার্য্য খৃষ্ট ধর্ম্মের জন্য সহজ। কিন্তু এখন আহমদীয়া জামাতের তবলিগ চেষ্টা প্রচেষ্টার ফলে খৃষ্টান গির্জ্জাগুলিতে এক চাঞ্চল্যকর সৃষ্টি হইয়াছে এবং তাহাদিগকে এখন নিবার পরিবর্ত্তে দিতে হইতেছে!

এই সম্বন্ধে মিঃ Lyndon p, Harries ১৯৫৪ ইঃ সনে প্রকাশিত তদীয় গ্রন্থ "Islam in East Africa" তে লিখিয়াছেন যে, খৃষ্টান লেখকগণের অর্দ্ধ শতাব্দী পূর্ব্বকার এই দাবী কেহই এখন মানিতে প্রস্তুত নহে। ইসলামের চ্যালেঞ্জ পূর্ব্ববৎ জারী রহিয়াছে। বরং পূর্ব্বের চেয়েও ভয়ঙ্কর রূপে। গানা ইউনিভারসিটি কলেজের প্রফেসার এস্, জি, উইলিয়ামসন তাঁহার গ্রন্থ "Christ or Mohammad" এ লিখিয়াছেন :—"গানার উত্তরাংশে ক্যাথলিক ভিন্ন অন্যান্য খৃষ্টান দলগুলির মধ্যে মোহাম্মদ(দঃ) এর অনুগত গনের জন্য ময়দান ফাঁক করিয়া দেওয়া হইয়াছে। আশান্টি এবং গোল্ড কোষ্টের দক্ষিণাংশে খৃষ্ট ধর্ম্ম উন্নতি করিতেছে। দক্ষিণের কোন কোন অংশে বিশেষ করিয়া উপকূলে আহমদীয়া জামাত আশাতিরিক্ত উন্নতি করিতেছে। এই মধুর আশা যে, গোল্ড কোষ্ট শিঘ্রই খৃষ্ট ধর্ম্ম গ্রহণ করিবে এখন বিপদাপন্ন, আমাদের মতে এই বিপদ আমাদের কল্পনাতিত ..... কেননা শিক্ষিত যুবক গনের অধিকাংশই এখন আহমদীয়তের প্রতি আকৃষ্ট হইতেছে। নিশ্চয়ই ইহা খৃষ্ট ধর্ম্মের জন্য একটি খোলা চ্যালেঞ্জ তথাপি এই ফয়সালা এখন ও বাকী রহিয়াছে যে, ভবিষ্যতে আফ্রিকাতে হেলালের বিজয় হইবে না কি ক্রুশের।"

ইদানিং ইংলণ্ডের লর্ড পাদরীগনের পক্ষ হইতে পেশ কৃত লণ্ডন হইতে চার্চ্চ ইনফরমেশন বোর্ড দ্বারা প্রকাশিত চার্চ্চ অব ইংলণ্ডের সার্ভে রিপোর্টে লিখিত আছে যে, "আফ্রিকায় খৃষ্ট ধর্ম্মের বড় প্রতিবন্ধক ইসলাম"

নাইজেরিয়ার লর্ড পাদরী তদীয় রিপোর্টে লিখিয়াছেন:—"সমস্ত নাইজেরিয়াতে, বিশেষ করিয়া ইহার রাজধানী লেগোতে বহু সংখ্যক লোক ইসলাম ধর্ম্মে দীক্ষিত হইতেছে। এই অবস্থাই এই দেশের শিক্ষা কেন্দ্র আবাদানেও।"

সিরালিউনের লর্ড পাদরী লিখিয়াছেন:—"গত কয়েক বৎসর যাবৎ মুসলমান গণ তাহাদের ধর্ম্মমত প্রচারে খুবই উৎসাহ প্রদর্শন করিতেছে।" "ডেইলি টেলিগ্রাফিক ৭ই ডিসেম্বর ১৯৫৭ ইং।

পশ্চিম আফ্রিকায় বর্ত্তমানে আহমদীয়া জামাতের চারিটি তবলীগী কেন্দ্র এবং বহু ব্রাঞ্চ রহিয়াছে। কেন্দ্র চারিটির নাম (১) গানা, (২) সিরালিউন, (৩ নাইজেরিয়া এবং (৪) লাইবেরিয়া। উপরোক্তচারিটী কেন্দ্রের তবলীগী কার্য্যের সারাংশ নিম্নে প্রদত্ত হইল।

নাইজেরিয়া মিশন।

নাইজেরিয়াতে আহমদীয়া মিশনের প্রভাব বিগত কয়েক বৎসরের মধ্যে খুবই বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং আল্লাহতালার ফজলে দিন দিনই বৃদ্ধি পাইতেছে। এই মিশন হইতে "The Truth" নামক একটি সাপ্তাহিক ইংরাজী পত্রিকা প্রকাশ হইতেছে। নাইজেরিয়াতে ইহা একমাত্র মুসলিম পত্রিকা। ইহা দ্বারা কেবল ইসলাম প্রচার নহে, বরং ইসলামের বিরুদ্ধে আরোপিত যাবতীয় আক্রমণেরও প্রতিরোধ করা হইতেছে ইদানিং জনৈক আহমদী যুবককে এই পত্রিকার প্রতিনিধি হিসাবে জার্ণেলিজম এর ট্রেনিং এর জন্য ইংলণ্ড প্রেরণ করিয়াছেন। নাইজেরিয় প্রেসে যে আহমদীগণের কতটুকু প্রভুত্ব তাহা ইহাতে জানা যায় যে, এই বৎসর তথাকার ইউনিয়ন অব জার্ণেলিষ্টস এর ভাইস প্রেসিডেন্ট মনোনীত হইয়াছেন। আমাদের মিশনারী ইনচার্জ্জ জনাব নসীম সাইফি সাহেব।

ক্রমশঃ।

হজরত খলীফাতুল মসিহ সানি (আইঃ) এর বক্তৃতার সারাংশ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

সে যাহা হউক যদি সউদী আরব, আমেরিকা, অষ্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যাণ্ড এবং ফিলিপাইনে জামাত প্রসারিত হয়, তবে ডলারের প্রাচুর্য্য হইবে। তদ্রূপ যদি পূর্ব্বেও পশ্চিম আফ্রিকা এবং ইংলণ্ডে জামাত প্রসারিত হয় তবে পাউণ্ড পাওয়া যাইবে। এই পাউণ্ড এবং ডলার আমাদের নিজেদের জন্য নহে, বরং খোদাতালার জন্য এবং তাঁহার ঘর নির্ম্মাণের জন্য প্রয়োজন। অতএব দোয়া করিতে থাকুন যেন আল্লাহতালা এই সমস্ত দেশে জামাতকে প্রসারিত করিয়া দেন এবং তাহাদের মধ্যে এইরূপ নিষ্ঠা ঢুকাইয়া দেন যাহাতে তাহারা প্রত্যেক স্থানে আল্লাহতালার ঘর নির্ম্মাণ করেন এবং পৃথিবীর সর্ব্বত্র আল্লাহু আকবর এর আওয়াজ বোলন্দ হইতে থাকে এবং যে সমস্ত দেশের ত্রিত্ববাদ প্রচারের জন্য বদনাম হইয়াছে তথা হইতেও এই আওয়াজ বোলন্দ হয় যে, মসিহ (আঃ) তো কিছুই ছিলেন না। আল্লাহতালাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ যদি এইরূপ হয় তবে ইহা ইসলামের জন্য মস্ত বড় বিজয় এবং আমাদের জন্যও ইহা আল্লাহতালার ফজল হাছিল করিবার বড় উপায়। আমাদের প্রত্যেকে তো আর বহির্দ্দেশে তবলীগ করিতে যাইতে পারে না। মাত্র কতিপয় মোবাল্লেগ গিয়াছেন অন্যান্যেরা টাকা দ্বারা তাহাদের সাহায্য করিতে পারেন এবং দোয়া দ্বারা খোদাতালার ফজল চাহিতে পারেন যেন তিনি তাহাদের প্রতি স্বীয় ফেরেশতা নাজেল করেন এবং তাহাদের কথা ফলপ্রসু করেন। আমাদের জনৈক যুবক জার্ম্মাণীতে শিক্ষালাভ করিতেছেন। তিনি পত্র লিখিয়াছেন যে, আমি এক পাদ্রীর কন্যাকে ইসলাম সম্বন্ধে তবলীগ করিতেছি। মেয়েটি ইসলাম গ্রহণের খুবই নিকটবর্ত্তীণী। কিন্তু তাঁহার পিতার ভয়ে বয়েত করিতেছেন না। আমি উত্তর দিয়াছি যে, পাদ্রী তো অনেক মুসলমান হইয়াছেন। মেয়েটিকে আমাদের লিটারেচার পাঠ করিতে এবং তাহার পিতাকে ইসলাম সম্বন্ধে বুঝাইতে বল। ইনশ আল্লাহ ঐ পাদ্রীও মুসলমান হইয়া যাইবেন। ইউরোপে দুইজন পাদ্রী মুসলমান হইয়াছেন, ইনি ইসলাম গ্রহণ করিলে তিনজন হইবেন ইংলণ্ডে এমন এক ব্যক্তি বয়েত করিয়াছেন যিনি পাদ্রী তো নহেন, তবে পাদ্রীর ট্রেনিং কোর্স শেষ করিয়াছেন। তাহার পিতা ইহুদী। তিনি যখন তাঁহার পিতাকে ইসলাম সম্বন্ধে বলিলেন তখন তাঁহার পিতা উত্তর দিলেন যে, আমি তো ইসলামকে সত্য বলিয়া মনে করি না। যদি তুমি সত্য বলিয়া মনে কর তবে গ্রহণ করিতে পার। যে সমস্ত লোক সত্যের মর্য্যাদা ও মূল্য বুঝেন তাহারা স্বয়ং ইসলাম গ্রহণ না করিলেও সন্তানগণকে গ্রহণ করিবার অনুমতি দিয়া থাকেন। অতএব আপনারা দোয়া করিতে থাকুন যেন ইউরোপ ও আমেরিকায় ইসলাম প্রচারে রাস্তা সুগম হয় এবং আমাদের যে স্কীম রহিয়াছে যে, ইউরোপে আমাদের অনেকগুলি মসজিদ হউক, আমেরিকার প্রত্যেক ষ্টেটে অনেকগুলি মসজিদ হউক ইহা যেন আল্লাহতালা খুব শীঘ্র পূর্ণ করেন। তদ্রূপ আপনারা স্পেনের জন্যও দোয়া করুন। ইহা ইসলামের প্রথম বিজয়ের নিদর্শন। কিন্তু তথায় বলপূর্ব্বক খ্রীষ্ট ধর্ম্ম প্রসারিত করা হইয়াছে। আপনারা দোয়া করুন; যেন আল্লাহতালা তথায় ইসলামের বিজয়ের উপকরণ পয়দা করেন এবং বসুউম্মিয়ার সময় প্রবেশকারী ইসলাম যাহাকে বলপূর্ব্বক রিতারিত করা হইয়াছিল ঐ ইসলাম যেন পুনরায় আহমদীয়তের দ্বারা সেখানে প্রতিষ্ঠিত হয়। অতঃপর হুজুর (আইঃ) দোয়া করেন এবং দোয়ার পরও কতক্ষণ পর্য্যন্ত নছিহত করিতে থাকেন॥

———

পূর্ব্ব পাকিস্তানবাসী আহমদীগণ সমীপে—

জনাব উকীলুল মাল তাহরীক জদীদের পত্র।

রাবওয়াহ ১।১১।৫৮ইং

মাননীয় ভ্রাতৃবৃন্দ! আচ্ছালামু আলায়কুম ওয়ারাহমাতুল্লাহে ওয়াবারাকাতুহু।

হজরত আমীরুল মোমেনীন (আইঃ) আনছার উল্লাহর বার্ষিক সম্মিলনে তাহরীকে জদীদের পঞ্চবিংশতি এবং পঞ্চদশ বৎসরের চাঁদার এলান করিয়াছেন। এজন্য প্রয়োজন আমরা আনন্দও আগ্রহ সহকারে খোদার রাস্তায় কোরবানীর জন্য অগ্রসর হই, এবং ইসলাম ও আহমদীয়তের প্রচারের জন্য পূর্ব্বের চেয়ে অধিক ওয়াদা লিখাই। ইহা খোদার আহ্বান! ইহাতে সাড়া দেওয়া এবং অংশ গ্রহণ করা নিশ্চয় খোদার ফজল ও অনুগ্রহ লাভের উপায়।

হুজুর (আইঃ) বলিয়াছেন :—

"এলাহী তাহরীক"—"নিশ্চয় খোদাতালা স্বয়ং আমার মনে এই স্কীম অবতীর্ণ করিয়াছেন এবং আমি ইহা জামাতের সামনে রাখিয়াছি। সুতরাং এই তাহরীক খোদাই তাহরীক।"

"তাহরীক জদীদের সংজ্ঞা"—"প্রকৃত পক্ষে তাহরীক জদীদ নাম হইল; ঐ চেষ্টা প্রচেষ্টার, যাহা একজন আহমদীকে ইসলাম এবং আহমদীয়ত প্রচারের জন্য করা কর্ত্তব্য।"

"তাহরীকে জদীদ নাম হইল ঐ চেষ্টা ও পরিশ্রমের, যাহা ইসলামী রীতি নীতি ও ইসলামী মূলনীতি পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য আমাদের জামাতের উপর অর্পণ করা হইয়াছে।"

"তাহরীকে জদীদ নাম হইল ঐ চেষ্টা প্রচেষ্টার; যাহা ইসলাম ও আহমদীয়তের জীবন দানের জন্য করা প্রত্যেক আহমদীর ওয়াজেব।"

"তাহরীকে জদীদ জারী করিবার উদ্দেশ্য"—"আমাদের আন্তরিক ইচ্ছা ইহাই যে, পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে ইসলামের তবলীগ প্রসারিত হয়। অতঃপর ইসলাম যাবতীয় ধর্ম্মের উপর বিজয়ী হয় যেরূপ প্রাথমিক যুগে বিজয়ী ছিল। বরং তদপেক্ষাও অধিক এবং এই কার্য্যের জন্যই তাহরীকে জদীদ জারী করা হইয়াছে এবং এই কার্য্য প্রত্যেক মুসলমানের উপর ওয়াজেব। "খোৎবা জুমা ৪।১২।১৯৫৩ ইং।

এই তাহরীকে অংশ গ্রহণ করা প্রত্যেকের কর্ত্তব্য।

যেমন হুজুর (আইঃ) বলিয়াছেন :—

"প্রত্যেকের ইহাতে অংশ গ্রহণ করা প্রয়োজন"

"এই তাহরীক কোন বিশেষ শ্রেণীর লোকের জন্য সীমাবদ্ধ নহে। বরং প্রত্যেক আহমদীর ফরজ ইহাতে অংশ গ্রহণ করা। যে আহমদী ইহাতে অংশ গ্রহণ করিবেনা আমরা তাহাকে ইসলাম ও আহমদীয়তে দুর্ব্বল মনে করিব। কেননা যে ব্যক্তির অন্তরে এই আগ্রহ নাই যে, ইসলাম ও আহমদীয়ত প্রচারের জন্য কিছু খরচ করে তাহার আহমদীয়ত গ্রহণ করা নিষ্ফল।"

"খোৎবা জুমা ১৪।১১।৫৩ ইং।

"ওয়াদা গ্রহণের দায়ীত্ব"

"হজরত আমীরুল মোমেনীন (আইঃ) এর উপরোক্ত বাণী অনুযায়ী প্রত্যেক আহমদী পুরুষ ও স্ত্রীলোকের যেরূপ ফরজ যে তাঁহারা এই তাহরীকে অংশ গ্রহণ করেন। তদ্রূপ জামাতের কর্ম্মকর্ত্তাগণেরও ফরজ যে, তাঁহারা জামাতের মেম্বরগণের নিকট হইতে ওয়াদা ও টাকা ওসল করিয়া তাহা অর্গোণে কেন্দ্রে পাঠাইয়া দেন।

হুজুর (আইঃ) বলেন :—অতএব জামাতের কর্ত্তব্য কোরবাণীর জন্য প্রস্তুত হয়। প্রত্যেক প্রেসিডেন্ট, সেক্রেটারী এবং গন্যমান্য ব্যক্তিগণের কর্ত্তব্য যে, (১) তাহারা জামাতের সকলের নিকট তাহরীক করিয়া ওয়াদা গ্রহণ করে। (২) এই সমস্ত ওয়াদার সংবাদ কেন্দ্রে পাঠায়। (৩) অতঃপর ইহার ওসলের জন্য পুর্ণতম চেষ্টা করে।'

ছদকা জারিয়া।

অতঃপর বলেন :—"যদি তোমরা মনে কর যে, জান্নাত হাসেল করিবার জন্য খোদা-তালার ফজলের প্রয়োজন। তবে তাঁহার ফজল এই প্রকারেই হাসেল হইতে পারে যে, তোমরা তাহরীকে জদীদে অংশ গ্রহণ কর। তাহরীকে জদীদ এক চিরস্থায়ী ছদকায়ে জারিয়া। যাহারা ইহাতে অংশ গ্রহণ করিবে। তাহারা তাহাদের টাকায় যে ধর্ম্মের তবলীগ হইবে ঐ তবলীগের দরুণ মৃত্যুর পরেও সংস্র সংস্র বৎসর পর্য্যন্ত পূণ্য হাসেল করিতে থাকিবে।

তাহরীকে জদীদের ২য় আহ্বান সম্বন্ধে তেদায়েৎ।

দ্বিতীয় আহ্বানে অংশ গ্রহণকারী যুবকগণকে সম্বোধন করিয়া হুজুর বলেন :—"যদ্যপি আমাদের যুবকগণ বেতনের দিক দিয়া পূর্ব্ববর্ত্তীগণের তুলনায় অধিক পাইতেছে। তবুও তাহাদের তাহরীকে জদীদের ওয়াদা অল্প এবং আদায় আরও অল্প যদি জামাতের মেম্বরগণ স্বীয় কর্ত্তব্য পালন করিত তবে কোন কারণেই ছিল না যে বর্ত্তমান তাহরীক যাহাকে দ্বিতীয় আহ্বান বলা হয়, ইহার চাঁদা পাঁচ ছয় লক্ষে না পৌঁছিত। কিন্তু কথা হইল এই যে, প্রত্যেকের নিকট হইতে ওয়াদা লওয়া হইতেছে না। যদি প্রত্যেক পুরুষ, স্ত্রী, যুবক বৃদ্ধের নিকট হইতে ওয়াদা লওয়া হইত তবে আমার মনে হয় যে, তাহরীকে জদীদের ওয়াদা বর্ত্তমান ওয়াদার দ্বিগুণ তিনগুণ হইত।"

সুনিশ্চিত সফলতা।

তাহরীকে জদীদের সফলতা সম্বন্ধে হুজুর (আইঃ) বলেন :—স্মরণ রাখ, এই তাহরীকে জদীদ আল্লাহতালার পক্ষ হইতে, এইজন্য তিনি নিশ্চয় ইহাকে সফলকাম করিবেন। ইহার রাস্তায় যে সকল বাধা বিঘ্ন উপস্থিত হইবে তাহাও দুর করিয়া দিবেন। যদি পৃথিবী হইতে ইহার উপকরণ সৃষ্টি না হয়, তবে আকাশ হইতে খোদাতালা বরকত দিবেন।"

ধন্য ঐ সমস্ত লোক যাহারা ইহাতে সাধ্যানুসারে অধিক হইতে অধিকতর অংশ গ্রহণ করিবেন কেন না তাঁহাদের নাম ইসলামী ইতিহাসে খুবই সম্মানের সহিত সর্ব্বদা জীবিত থাকিবে।

ওয়াদার ফরম প্রত্যেক জামাতে পাঠানো হইল। উহা পুরণ করিয়া নিম্ন ঠিকানায় পাঠাইয়া বাধিত করিবেন। আল্লাহতালা আপনাদের হাফেজ ও নাছের হউন এবং ধর্ম্ম সেবার তৌফিক দিন। আমীন।

ওয়াচ্ছালাম।

খাকসার—আহমদ জান উকীলুল মাল তাহরীকে জদীদ। রাবওয়াহ। জিঃ—ঝং। পশ্চিম—পাকিস্তান।

(১১শ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

প্রাপ্তি স্বীকার।

"আহমদী"র কার্য্যালয় নারায়ণগঞ্জ আসিবার পর যে সমস্ত ভ্রাতা-ভগ্নী "আহমদী"র চাঁদা বা সাহায্য বাবদ টাকা পাঠাইয়াছেন তাঁহাদের নাম ও ঠিকানা ধারাবাহিক ভাবে "আহমদী"তে প্রকাশ করা হইতেছে এই লিষ্টি জিলা-ওয়ারী হইবে। যদি কাহারো নাম উক্ত জিলার লিষ্টে প্রকাশ না হয় তবে পত্র দ্বারা জানাইলে ভুল ত্রুটী সংশোধন করা হইবে। প্রকাশ থাকে যে, এই লিষ্টিতে ভিঃ পিঃ খরচ বাদ দেওয়া গেল। সঃ আঃ।

খুলনা।

ক্রমিক নং	নাম	ঠিকানা	টা	আ	পা
১।	মৌঃ আব্দুল আজিজ সাহেব	ভি, এইড ট্রেনিং সেন্টার দৌলপুর খুলনা।	৪	০	০
২।	ঐ আব্দুল হক ঐ	ঐ	৪	০	০
৩।	মিসেস ফজিলাতুন নেছা সাহেবা	ভেটখালি, খুলনা।	২	০	০
৪।	বেগম মাহমুদা লোকমান ঐ	হরিনগর, খুলনা।	২	০	০
৫।	মাজিদা খাতুন সাহেবা	ঈশ্বরীপুর ঐ	২	০	০
৬।	মৌঃ মিয়াজান আলী আনছারী সাহেব	রঘুনাথপুর, ঐ	২	০	০
৭।	মিঃ বি, এম, আহমদ	ষ্টেট ব্যাঙ্ক অব পাকিস্তান, খুলনা।	৪	০	০
৮।	প্রফ, এম, সৈয়দ আহমদ সাহেব	রামনগর, পোঃ রঘুনাথপুর, খুলনা।	২	০	০
৯।	মিসেস ফজিলাতুন নেছা	C/o ডাঃ এরশাদ আলী, সাং সোরা পোঃ ভেটখালী, খুলনা।	২	০	০
১০।	মৌঃ আকবর আলী সরদার সাহেব	সাং মানপুর, পোঃ রঘুনাথপুর, খুলনা।	২	০	০
১১।	মিসেস আমাতুন নেছা সাহেবা	C/o জি, এম, আবুল কাশেম পোঃ ভেটখালী, খুলনা।	২	০	০
১২।	মৌঃ মোজাম্মেল হক সাহেব	চুনাখালী, পোঃ নূরনগর জেলা খুলনা।	২	০	০
১৩।	মিসেস ফাতিমা খাতুন সাহেবা	ভেটখালী, খুলনা।	২	০	০
১৪।	ঐ ফজিলাতুন নেছা সাহেবা	C/o মোবারক আলী হাওলাদার পোঃ ভুখালী খুলনা।	২	০	০
১৫।	ঐ এ, টি, এম, মুরশেদ ঐ	নূরনগর, খুলনা।	২	০	০
১৬।	ঐ জমিলা খাতুন সাহেবা	C/o নুর আলী সাহেব, হরিনগর, খুলনা।	২	০	০
১৭।	ঐ ছকিনা গওহর ঐ	রমজান নগর, খুলনা।	২	০	০
১৮।	ঐ আনোয়ারা শামসউদ্দিন সাহেবা	তাড়িনীপুর ভেটখালী, খুলনা।	২	০	০
১৯।	এস, কে, আব্দুল মান্নান সাহেব	রমজান নগর, খুলনা।	২	০	০
২০।	মিসেস আনোয়ারা আশরাফ সাহেবা	হরিনগর, খুলনা।	২	০	০
২১।	ঐ জহুরণ নেছা সাহেবা	সাতক্ষিরা, ঐ	২	০	০
২২।	আলহাজ্জ আব্দুল মালেক সাহেব	মুকুন্দপুর, পোঃ আখারাখোলা বাজার খুলনা।	৪	০	০

ত্রিপুরা।

ক্রমিক নং	নাম	ঠিকানা	টা	আ	পা
১।	ডাঃ ফজলুর রহমান সাহেব	পোঃ আখাউরা, ত্রিপুরা।	২	০	০
২।	মৌঃ সাদু মিঞা সাহেব	ব্রাহ্মণবাড়ীয়া, ঐ	০	।০	০
৩।	ঐ আব্দুজ জাহের সাহেব	ঐ ঐ	০	।০	০
৪।	পাণ্ডত জহুরল হক ঐ	ঐ ঐ	২	০	০
৫।	মৌঃ সালেহ মোহাম্মদ ভুইয়া সাহেব	ক্রোড়া ঐ	৪	০	০
৬।	কসুর চাঁদ বিবি	মোরাইল, ঐ	২	০	০
৭।	মৌঃ ফরিদ আহমদ সাহেব	আহমদীয়াপাড়া, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া, ত্রিপুরা।	৪	০	০
৮।	ঐ কফিল উদ্দিন আহমদ সাহেব	ব্রাহ্মণবাড়ীয়া, ঐ	৪	০	০
৯।	মাষ্টার উজির আলী সাহেব	বিষ্ণুপুর ঐ	৪	০	০
১০।	মৌঃ আবদুল হাদী ভুইঞা সাহেব	ক্রোড়া ঐ	৪	০	০
১১।	ঐ আবদুল আজিজ খান ঐ	ব্রাহ্মণবাড়ীয়া ঐ	৪	০	০
১২।	ঐ আহমদ আলী সাহেব	তারুয়া ঐ	৪	০	০
১৩।	প্রেসিডেন্ট আঃ আঃ	কুমিল্লা ঐ	৪	০	০
১৪।	মির আবদুছ ছাত্তার সাহেব	ব্রাহ্মণবাড়ীয়া ঐ	৪	০	০
১৫।	ঐ রফিক উল্লাহ সিকদার সাহেব	নাটাই ঐ	৪	০	০
১৬।	মাষ্টার আবদুল আজিজ সাহেব	বড়কালীশিমা ঐ	৪	০	০

ক্রমিক নং	নাম	ঠিকানা		টা	আ	পা
১৭।	মৌঃ আবদুর রহমান সাহেব	C/o প্রেসিডেন্ট কুমিল্লা আঃ আঃ		২	০	০
১৮।	ঐ আবদুল আলী ঐ	ব্রাহ্মণবাড়ীয়া	ত্রিপুরা	৪	০	০
১৯।	ঐ আবুল বাশার পাটোয়ারী	গণ্ডামারা	ঐ	৪	০	০
২০।	হাজী আবদুল মালেক সাহেব	নরসিংদর	ঐ	২	০	০
২১।	মৌঃ আহমদ আলী সাহেব	কালঘোড়া	ঐ	২	০	০
২২।	ডাঃ খলিলুর রহমান ঐ	আখাউড়া	ঐ	২	০	০

নোট—বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয় যে, উপরোক্ত উভয় জিলার চাঁদা দাতার সংখ্যা ২২ জন। ত্রিপুরা জিলায় আহমদীয়া জামাতের সংখ্যা ১৫।১৬টি এবং কয়েকজন মোবাল্লেগ তথায় কাজ করিতেছেন। অপর পক্ষে খুলনায় কোন জামাত বা মোবাল্লেগ নাই। ত্রিপুরার চাঁদা প্রেরকগণ অধিকাংশই "আহমদী"র পুরাতন গ্রাহক। কিন্তু খুলনার গ্রাহক মাত্র দুইজন পুরাতন। এমতাবস্থায় এত অল্প সময়ের মধ্যে কিরূপ খুলনা ত্রিপুরার সম পর্য্যায়ে উপনীত হইল? ইহার একমাত্র কারণ খুলনার নিষ্ঠাবান আহমদী জনাব সুফী সফিউদ্দিন আহমদ সাহেবের অদম্য চেষ্টা প্রচেষ্টা। আমরা ত্রিপুরা জিলায় কর্ম্মরত মোবাল্লেগীণ ও তথাকার আহমদী ভ্রাতা ভগ্নীগণের মনোযোগ এদিকে আকর্ষণ করিতেছি। "সঃ আঃ।"

হজরত মোহাম্মদ (দঃ) এর দান।

মিসেস কে' এ, সায়ীদ ঢাকা।

সৃষ্টির প্রারম্ভ থেকে শতাব্দির পর শতাব্দি ধরে মানব জাতির সংস্কারের জন্য জগতে আল্লার প্রেরিত—"নবী" রসুল বা মহা পুরুষের আবির্ভাব হয়ে এসেছে। বলতে গেলে ইহাই আল্লাতালার চিরন্তন নীতি। জগতে যে সব মহাপুরুষ আগমন করেছেন, তাঁদের প্রত্যেকের চরিত্রের মাঝে ফুটে উঠেছে মহৎ জীবনের মহৎ উদ্দেশ্য ভিন্ন ভিন্ন রূপে তন্মধ্যে হজরত মোহাম্মদ মুস্তফা (সাঃ) সকলের শ্রেষ্ঠ। শুধু মুসলমান জাতি কেন, দুনিয়ার প্রত্যেক জাতিই এ কথা স্বীকার করেন এবং বিশ্বাস করেন যে, জগতে যে সব মহাপুরুষ আবির্ভাব হয়েছেন তাঁদের সমস্তের গুণাবলীর পূর্ণভাবে সমাবেশ রয়েছে হজরত মোহাম্মদ মোস্তফা (সাঃ)র পবিত্র চরিত্রে। তাই আঁ হজরত (সাঃ)র গুণাবলী অবর্ণনীয় ফলে মুসলমান সমাজ ছাড়াও অন্যান্য সমাজের লোকেরা পর্য্যন্ত হজরত মোহাম্মদ মোস্তফা (সাঃ)র প্রসংশা গীতি—গেয়েছেন মুক্ত কণ্ঠে।

আজ থেকে প্রায় সাড়ে তেরশো বছর আগে দুনিয়া যখন পাপান্ধকারে আচ্ছন্ন ছিল, এবং মানব জাতি আল্লাকে ভুলে গিয়ে কু-সংস্কারে লিপ্ত হয়ে পড়েছিল, শুধু তাই নয়, পবিত্র কারা গৃহে আল্লার উপাসনার পরিবর্ত্তে ৩৬০টি প্রস্তর মূর্ত্তি স্থাপন করে পূজায়রত হয়ে ছিল, এ ছাড়াও অগ্নি পূজা, সূর্য্য পূজা, বৃক্ষ পূজা, এবং এমনি ধরণের আরও কত দেবতার পূজায় নিজেদেরকে সন্নিবেশিত করে ছিল। দুনিয়ার এমন কোন জঘন্য কাজ ছিল না যা তখনকার আরব সন্তানেরা করে নাই। বিবেক, বুদ্ধি, আধ্যাত্মীক ও নৈতিক চরিত্রকে বিসর্জ্জন দিয়ে মেতে উঠেছিল ধ্বংশের পথে। ঠিক ঐ সময়ে আল্লা-তালা মানব জাতির কল্যাণ মানষে, তাদেরকে আঁধার থেকে আলোর পথে আনবার জন্যে, এবং আল্লার বিধান ও একত্ববাদ প্রতিষ্ঠা-কল্পে, আরবের রাজধানী মক্কা নগরীর এক জীর্ণ কুটীরে আবিভূত করলেন হজরত মোহাম্মদ মোস্তফা (সাঃ)কে। তারপর তিনি একদিন মুক্ত কণ্ঠে ঘোষনা করলেন যে:—

হে-মানব! আমি আল্লার রসুল রূপে প্রেরিত হয়েছি তোমাদের নিকট। তোমরা আমার কথা বিশ্বাস করিলে মুক্তির সন্ধান পাইবে।

হজরত মোহাম্মদ মোস্তফা (সাঃ) আল্লার রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে অধঃপতিত জাতিকে রক্ষা করেছিলেন, ধ্বংশের কবল থেকে। আরবের অমানুষগুলোকে জ্ঞানে, বিজ্ঞানে, শৌর্য্যে বির্য্যে উন্নত করেছিলেন পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জাতি রূপে। তিনি এত অল্প সময়ের মধ্যে যে ভাবে একটা মহান জাতিকে নিম্নস্তর থেকে সভ্যতার উচ্চ শিখরে টেনে তুলেছিলেন তার নজীর জগতে দুষ্প্রাপ্য। আরবের বিভক্ত কলহরত মানুষকে ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে ও জাতির বন্ধনে এবং রক্ত পিপাসু গোত্রগুলোকে একতা সূত্রে আবদ্ধ করেছিলেন একমাত্র হজরত মোহাম্মদ মোস্তফা (সাঃ)।

জগতে মহাপুরুষের আবির্ভাব হয় মানুষকে পাপ ও কুসংস্কারের পথ থেকে রক্ষা করার জন্যে। হজরত মোহাম্মদ মোস্তফা (সাঃ) এদিক দিয়েও সাফল্য লাভ করেছিলেন। গোটা আরব দেশকে সম্পূর্ণ রূপে মুক্ত করেছিলেন অন্যায় অবিচার পাপ পঙ্কিল ও কুসংস্কারের পথ থেকে।

তাঁর জীবনের সব চেয়ে বড় ব্রত ছিল মানবতার সেবা। মানবাধিকারের মূল্য দিয়েছিলেন তিনি সবচেয়ে বেশী। শত্রু মিত্র কোন ভেদা ভেদ ছিল না এ জন্যে। মানুষ হিসাবে সকলের খেদমত করার চেষ্টাই তিনি করে গেছেন। তিনিই দিয়ে গেছেন নারীর মর্য্যাদা ও নারী জাতির অধিকার। আজ আমাদের মেয়েরা পুরুষের কাছে যে অর্দ্ধা অঙ্গি অধিকার দাবী করেন, এ অধিকার তিনিই আমাদের দিয়ে গেছেন সাড়ে তেরশো বছর আগে। অথচ এই নারীরই কি দুরবস্থা ছিল তাঁর আগমনের পূর্ব্বে। তখনকার আরবরা নারীর উপর যে জঘন্য অত্যাচার চালাত তার নজীর আমরা দেখতে পাই তখনকার ইতিহাস আলোচনা করলেই। সে কালে নারীর উপর অকথ্য অত্যাচার চলতো এমন কি নিজের ঔরসজাত সন্তান যদি মেয়ে হয়ে জন্মাতো তা হলে তারও রেহাই ছিল না। পিতা নিজ হাতে তাকে পুতে দিয়ে আসতো মাটির নীচে কিম্বা মেরে ফেলতো অন্য যে কোন উপায়ে। হজরত মোহাম্মদ (সাঃ)-এ জঘন্য মনোবৃত্তি থেকে আরব সমাজকে রেহাই দিয়েছিলেন এবং সেই সঙ্গে দিয়ে ছিলেন নারী জাতির চিরন্তন অধিকার। ফলে আজ নারী জাতি সমস্ত দুনিয়ার সমস্ত সমাজের কাছে গৌরবের বস্তু।

রাজ্য জয় করা যদি মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ ও প্রকৃতির মাপকাটি হয়, তবে সারা দুনিয়া জুড়ে ইসলামের বিস্তার করে পিতৃমাতৃ হীন দরিদ্র সন্তান হজরত মোহাম্মদ (সাঃ) যে সাম্রাজ্য বিস্তার করে গেছেন তার তুলনা জগতে মিলবে না।

(১৩শ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

কলিকাতা হইতে কাদিয়ান পর্য্যন্ত পদব্রজে সফর।

মোঃ আহসান উল্লাহ সিকদার।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

২১শে জুন ১৯৩৬ ইং :—আজ আমি ২৩ মাইল পথ হাটিয়া বেনারসের মহারাজার অধীনস্থ ষ্টেট 'গোপীগঞ্জ' আসিলাম। আজ মুসলমান বস্তি বা মসজিদ অন্বেষণ করিলামনা। গাছতলায় দিব্বি আরামে রাত্রি যাপন করিলাম। পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি যে, এখন আমি খোরাকীর বিশেষ ধার ধারিনা। বরং আম ও কাল জাম দিয়াই উদরের সংস্থান করিয়া থাকি। মনে আনন্দই লাগে। কারণ জিকরে ইলাহী এবং দরূদ শরীফ পাঠের সুযোগ খুবই পাইতেছি। যুক্ত প্রদেশে সবচেয়ে সুবিধা পানির। প্রত্যেক গ্রামের সম্মুখে একটি ছোট ঘর ও কুপ আছে। একজন লোক তথায় থাকিয়া পথিকগণকে পানি উঠাইয়া পান করান ও তামাক পান করান। গ্রামবাসী এই লোকটিকে বেতন দিয়া থাকে।

২২শে জুন ১৯৩৬ ইং :—আমার অদ্যকার সফর একটি রেকর্ড স্বরূপ। কারণ আজ আমি ৩৯ মাইল সফর করিয়া যুক্ত প্রদেশের রাজধানী 'এলাহাবাদ' আসিলাম। কলিকাতা হইতে এলাহাবাদের দূরত্ব ৪৯৮ মাইল। একটি কথা এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন। এলাহাবাদ আসা পর্য্যন্ত আমার নিকট পরিধানের দুইটি কাপড়, একটি সার্ট এবং একটি চাদর বাঁকী রহিল। বাঁকীগুলি এমন কি টুপি, চশমা এবং হাতের ছড়িখানা পর্য্যন্ত খোরাকী স্বরূপ পেটে গিয়াছে। এই সমস্ত আমি শ্রীরামপুরের ন্যায়ই কোন স্থানে কিছু খাওয়ার পর এক একটি করিয়া দোকানী-গণকে দিয়াছি। আমি এখন মসজিদে রাত্রি যাপনেরও পরোয়া করিনা। যাহা হউক এলাহাবাদ সহর ছাড়িয়া যখন আমি বাহিরে আসিলাম, তখন একজন ১৩।১৪ বৎসর বয়স্ক বালক সামনে আসিয়া ছালাম করিল এবং সঙ্গে করিয়া একটি মসজিদে লইয়া গিয়া ওজুর পানি আনিয়া দিল। তখন মাগরেবের সময় প্রায় উত্তীর্ণ। নামাজের পর বাসা হইতে খাবার নিয়া আসিল. ছেলেটির ব্যবহারে মুগ্ধ হইলাম। তাহার পিতা নাকি উচ্চ পদস্থ সরকারী কর্ম্মচারী এবং পিতার আদেশেই ছেলেটি সন্ধ্যার সময় এই কার্য্য করিয়া থাকে। আজ আরামে রাত্রি কাটিল।

২৩শে জুন ১৯৩৬ইং :—আজ আমি এলাহাবাদ হইতে রওয়ানা হইয়া 'আটাওয়া' নামক স্থানে পৌঁছিয়া একটি মসজিদে রাত্রি যাপন করিলাম। এই মসজিদে আছর হইতে ফজর পর্য্যন্ত কোন নামাজী আসিল না, শুধু তাহাই নহে, ওজুর পানির অভাবে তৈয়ম্মুম করিয়া নামাজ আদায় করিতে হইয়াছে।

২৪শে জুন ১৯৩৬ ইং :—আজ আমি ৫৫১ মাইল দূরবর্ত্তী 'ঘাঘা' নামক স্থানে রাত্রি যাপন করি। গ্রামটি মুসলমানে পূর্ণ। অথচ মাগরেবের সময় দুইজন এবং ইশার সময় এক জন নামাজী মাত্র দৃষ্টি গোচর হইল।

২৫শে জুন ১৯৩৬ ইং :—আজ আমি ফতেপুর সিটিতে দিব্বি আরামে রাত্রি অতি-বাহিত করিলাম।

২৬শে জুন ১৯৩৬ ইং :—আজ আমি 'সরসৌলী' নামক স্থানে এমন এক ভদ্র-লোকের মেহমান হইলাম যাহাকে বোধ হয় মানুষ পুলিশের পোষ্টে চাকুরী করেন বলিয়া ঘৃণার চক্ষে দেখিয়া থাকে। ভদ্রলোক আমাকে খুবই সাদর সম্ভাষণ জানাইলেন। খাবার বিশেষ বন্দোবস্ত করিলেন এবং তাঁহার জনৈক বন্ধুর বাড়ীতে আরামের সহিত রাত্রি যাপনের বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন।

২৭শে জুন ১৯৩৬ ইং :—আজ আমি যুক্ত প্রদেশের প্রসিদ্ধ সহর কানপুরের ভিতর দিয়া যাইতেছি। তখন সন্ধ্যা প্রায় আগত জনৈক ভদ্রলোক আলাপ আলোচনার পর যতদিন পর্য্যন্ত কানপুরে অবস্থান করি তত দিনের জন্য নিমন্ত্রণ করিলেন। রাত্রিকালে তিনি মাছ খাওয়াইলেন। ভদ্রলোকের ইচ্ছা ছিল যে আমি কিছুদিন তথায় আরাম করি। কিন্তু আমার তো অবস্থা এই যে, কতক্ষণে রাত্রি প্রভাত হইবে আর আমি পলায়ন করিব। যাহা হউক কানপুর পরিত্যাগ করিলাম একদিন অবস্থান করার পর।

২৯শে জুন ১৯৩৬ ইং :—আজ আমি কানপুর হইতে রওয়ানা হইয়া 'মহউর' নামক গ্রামে আসিয়া এক মসজিদে রাত্রি অতিবাহিত করিলাম। মাগরেবের সময় একজন নামাজী দেখিলাম মাত্র।

৩০শে জুন ১৯৩৬ ইং :—আজ আমি 'ছারদা' নামক স্থানে এক মস্ত বড় মসজিদে রাত্রি যাপন করিলাম। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, এক নামাজে দুইজন ও এক নামাজে একজন মাত্র দেখিলাম। আমাদের প্রভু হজরত মোহাম্মদ (দঃ) সত্যই বলিয়াছেন, "মসজিদ-গুলি বাহ্যিক আরম্ভর পূর্ণ হইবে কিন্তু হেদায়েৎ শুন্য।" "মিশকাত।"

১লা জুলাই ১৯৩৬ ইং :—আজ আমার হৃদয় পূর্ব্বের চেয়ে উৎফুল্ল। শরীরে শক্তি নাই সত্য, কিন্তু তাতে জড়তার নাম গন্ধও নাই। আমার উদ্যম বা আকাঙ্খা পূর্ব্বের চেয়ে যেন কয়েকগুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। বোধ হয় দুর্ব্বলতার দরুন নিদ্রা পূর্ব্বের চেয়ে বৃদ্ধি পাইয়াছে। পথ চলার মধ্যে কোন অসুবিধা অনুভব করি না। পথ চলা যেন অস্থি-মজ্জাগত হইয়াছে। কারণ এতেই আমার মনে তৃপ্তি আসে। যাহা হউক এক মাসে ৬৯৭ মাইল পথ অতিক্রম করিয়া 'গুরসাহাই গঞ্জ, নামক স্থানে পৌঁছিলাম। "আহমদী পত্রিকার তুলনায় আমার এই কাহিনী লঘা কাজেই এখন সংক্ষেপে লিখিতেছিলাম। কিন্তু অদ্যকার ঘটনা একটু বিস্তারিত না লিখিয়া পারিলাম না। দ্বিপ্রহরের পর যখন আমি পথ চলিতেছি তখন দেখিলাম একজন মৌলবী সাহেবও যাইতেছেন। আমার অনিচ্ছা সত্বেও তিনি আমাকে বহু প্রশ্ন করিতে থাকেন। ন্যায়ের খাতিরে আমি সংক্ষিপ্ত উত্তর দিতেছি। এরই মধ্যে যখন বলিলাম যে, আমি দিল্লীর রাস্তায় লাহোর যাইব। তখন মৌলবী সাহেবের চেহারা কেমন যেন ফ্যাকাশে হইয়া গেল। তিনি বলিলেন, আপনার পাঞ্জাব যাওয়া সমিচীন নহে। তথায় এক নূতন দলের সৃষ্টি হইয়াছে। তাহারা বিদেশীগণকে সহজেই ভুলাইয়া নিজেদের আয়ত্বে নিয়া যায়। এইরূপে তিনি আহমদীয়তের বিরুদ্ধে অনেক কিছু বলিলেন। সহরে এক মসজিদে তাহার সহিত আমাকেও নিয়া গেলেন। আমার মনে হয় তিনি একজন পীর এবং তদীয় মুরীদানের বাড়ী আসিয়াছেন। তিনি নিজেই বলিয়া গেলেন যে, রাত্রিকালে আমার সহিত আপনি আহার করিবেন। সন্ধ্যায় পুনরায় মসজিদে আসিয়া মাগরেবের নামাজান্তে আমাকে সঙ্গে করিয়া মুরীদের বাড়ী খাইতে গেলেন। বাড়ীটী কোন বড়লোকের। বাড়ীর লোকজনেরা পীর

সাহেবের সঙ্গে আমাকেও যথার্থ খাতের করিলেন। অন্য যাই হউক, আজ পীর সাহেবের বদৌলৎ পান খাইলাম এবং চাও পান করিলাম। এই দুইটি জিনিষ আমার বাল্য বন্ধু। কিন্তু এখন আমার প্রতি বিরূপ। তাই এই দুইটি হইতেই আমি বঞ্চিত। আরও মজার বিষয় এই দাঁড়াইল যে, পীর সাহেব আমাকেও একজন কামেল দরবেশ মনে করিয়া বসিলেন। আহারান্তে উভয়ে মসজিদে আসিলাম। তারপর? তারপর আর কি মৌলবী সাহেব আহমদী-য়তের বিরুদ্ধে বলিতে লাগিলেন মুখে। আর আমার শরীর দাবাইতে লাগিলেন দুইটি হাতে। আরামের কথা আর বলিবার নহে। ৬৯৭ মাইল রাস্তা একটানা হাটার পর আজকের শরীর দাবানীতে যে আরাম পাইলাম তাহা ভাষায় প্রকাশের মত নহে, মাত্র অনুভব করিবার। মনে মনে দোয়া করিতে লাগিলাম হে আল্লাহ! এই লোকটি কি সত্যই বলিতেছে?

মৌলবী সাহেবের আমার পা দাবানীর কথা স্মরণ হইলে আজও লজ্জায় আমার মস্তক অবনমিত হয়। কিন্তু আমার দোষ কি? আমি তো নিষেধ করিয়াছি। কিন্তু তিনি ছিলেন নাছোর বান্দা। যাহা হউক শেষ রাত্রে তাঁহাকে নিদ্রিতাবস্থায় রাখিয়াই আমি চম্পট দিলাম।

২রা জুলাই ১৯৩৬ ইং:—আজ আমি আছরের সময় 'ভনগাঁও' পৌঁছিলাম। এখানে আসিয়া দেখি যে, গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোডে আলীগড় হইয়া দিল্লী গেলে আগ্রার তাজমহল দেখিতে পারি না। কারণ আগ্রা এখান হইতে অন্য রাস্তায় (বামে) যাইতে হয়। কিন্তু আগ্রা হইতেও দিল্লি যাইবার পাকা রাস্তা রহিয়াছে। কাজেই তাজমহল দেখিবার বাসনা বলবতী হইল। এখানে আমি রাত্রি যাপনের চিন্তায় পড়িলাম। কারণ সামনে নতুন রাস্তা যে কোন ধরনের তাহা জানা ছিল না। তারপর সহরের মসজিদে থাকাও মুস্কিল। যাহা হউক সহরের শেষ ভাগে দেখি যে ভিতরে একটী ছোট মসজিদ দেখা যায়। তাহাতে গিয়া আছরের নামাজ পড়িলাম। মসজিদে বসিয়া আছি। পাশের বাড়ীতে মেয়েলী স্বর শুনা গেল যে, কোন অন্য মেয়েকে পড়াইতেছেন। মসজিদের সামনে হাফপ্যাণ্ট পড়া জনৈক যুবক আসিলেন পানি উঠাইতে। যুবকটি যে দিক হইতে মেয়েলি স্বর শুনা যাইতেছিল ঐ দিকে মুখ করিয়া ইংরাজীতে আলাপ আরম্ভ করিলেন। মসজিদের ভিতর হইতে আমি ও যুবকটিকে লক্ষ্য করিয়া ইংরাজীতেই জিজ্ঞাসা করিলাম এখানে রাত্রি যাপন করা করা যাইবে কিনা যুবক হাঁসিতে হাঁসিতে বলিলেন, আপনি মসজিদে থাকিবেন কেন? আপনি আমার বাসায় থাকিবেন আমি একা, স্কুল মাষ্টার ইত্যাদি। আবার ঐ মেয়েলি শব্দই আসিল ইংরাজীতে যে মেহমান রাত্রে থাকেন আমাদের ঘরে। যাক আজ আমার মন আনন্দে উৎফুল্ল। যুবকটী তাঁহার অনেক বন্ধুকে নিমন্ত্রণ করিলেন পরদিন বার্মা হইতে আগত পর্যটকের সাথে আলাপ করিতে। পরদিন সকালে বিরিয়ানির বন্দোবস্ত হইল। তাঁহার বন্ধুগণ আসিলেন। তাঁহাদের সঙ্গে অনেক আলাপ আলোচনা হইল। বিদায় কালে তিনি 'মইনপুরী" পর্য্যন্ত যাইবার জন্য নিজ খরচে 'একা, (এক ঘোড়ার খোলা গাড়ী) ভাড়া করিয়া দিলেন এবং বলিলেন যে, আমার দরুন আপনার যে সময় নষ্ট হইয়াছে তাহা পূরণ করিলাম। 'মইনপুরী' শহর ছাড়িয়া যখন সামনে অগ্রসর হইলাম। তখন খুবই কষ্ট হইতে লাগিল। গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড পথ চলার জন্য খুবই আরাম দায়ক। কারণ দুই পার্শ্বে বড় বড় গাছ, গাছ তলায় ঠাণ্ডা। কিন্তু এই রাস্তায় ঐ বন্দোবস্ত নাই। দুই একটী গাছ মাত্র দেখা যায়। বেলা যখন প্রায় শেষ হইতেছিল তখন পথি পার্শ্বের এক পানি ওয়ালা ডাকিল। অনিচ্ছা সত্বেও তাহার নিকট বসিলাম। কিছু আলাপ আলোচনার পর বলিল, আমি তো হিন্দু। যদি আমার বাড়ীতে রাত্রি যাপন করেন তবে সর্ব্ব প্রকার সুবিধা করিয়া দিব। নতুবা ঐ দেখা যায় কতিপয় মুসলমানের বাড়ী। তথায় গিয়া রাত্রি যাপন করুন। গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোডের ন্যায় এই দেশের যেখানে সেখানে পড়িয়া থাকিবেন না। লোকটির কথা ভালই লাগিল। গেলাম ঐ মুসলমান মহল্লায়। আশ্চর্য্যের বিষয়, আমি তাহাদের ভাষাই বুঝিলাম না এবং তাহারাও উর্দু বুঝিল না। ইতি মধ্যে কতিপয় হিন্দু শিক্ষিত যুবক আমাকে দেখিয়া আসিলেন এবং দোভাষীর কাজ করিলেন। তাহারা বুঝাইলেন যে, আপনাকে থাকিবার স্থান দিলে গ্রামের মোড়লের নিকট হইতে অর্ডার লইতে হইবে। এজন্য তাহারা স্থান দিতে অনিচ্ছুক। যুবকগণ ইহাও বলিলেন যে, আপনি আমাদের সঙ্গে চলুন। কিন্তু আমি রাজী হইলাম না, বরং চলিলাম সামনের দিকে। পথ চলিতে চলিতে রাত্রি প্রায় দশটায় চন্দ্রোদয় হইল। রাস্তার ডান দিকে একটী সহর পাইলাম। রাস্তার ধারেই একটি মসজিদ, মসজিদে গিয়া ওজু করিতেছি এমন সময় ইমাম সাহেব আসিয়া কর্কশ স্বরে বলিলেন:

—"জুতা বাহিরে রাখিয়াছ কি?"

উত্তর: "হ্যা, রাখিয়াছি।"

বাসার "পূর্ব্বদিক হইতে যে সকল মুসাফের আসে তাহারা বোকা। তুমি এত অধিক রাত্রে আসিয়াছ তোমাকে খাওয়াবে কে?

উত্তর: "তোমার নিকট খাবার চাহিল কে?

"তুমি এখানে রাত্রি যাপন করিতে পারিবে না। মসজিদ রাত্রি যাপনের জন্য নহে।

উত্তর: "নামাজের জন্য তো মসজিদ? আমি সারা রাত নামাজ পড়িব। দেখি তুমি আমাকে বাহির করিতে পার কি না।"

হঠাৎ পাশের দোতালা হইতে উচ্চ শব্দ আসিল, "মৌলবী সাহেব চুপ করুন আপনি অনর্থক বিদেশী মুসাফেরকে হয়রান করিতেছেন।" আমাকে সম্বোধন করিয়া ভদ্রলোক বলিলেন:

"মাফ করবেন সাহেব। আপনি যে দেশেরই হউন না কেন মনে কষ্ট নিবেন না। আপনি অনায়াসে এখানে থাকিতে পারেন।" ইমাম সাহেব হুজরায় চলিয়া গেলেন। আমি ইশার নামাজ আদায় করিলাম। তারপর দেখি যে, উপরোক্ত ভদ্রলোক চাকর দ্বারা কয়েক প্রকার খাদ্য এবং বরফ পানি পাঠাইয়াছেন। আহারান্তে চিন্তা করিলাম যে, এই কি? ইহাতো হুবহু ডাক্তারখানার আলমারীতে রক্ষিত পাশাপাশি বোতলের একটিতে বিষ ও অপরটীতে সঞ্জিবনী সুধার ন্যায়। নিজকেও ধিক্কার দিলাম। কিন্তু কি করিব। আজ যে গরমের মধ্য দিয়া পথ অতিক্রম করিয়াছি ইহা ইহাতো আমার মগজ গলিয়া বাহির হইবার কথা। লজ্জিত হইলাম এবং কিরূপে ইমাম সাহেব বা পার্শ্বস্থ ভদ্রলোককে সকালে মুখ দেখাইব এই লজ্জায় রাত্রিকালেই রওয়ানা হইলাম গন্তব্য স্থানের দিকে।

৪ঠা জুলাই ১৯৩৬ ইং:—আজ শুক্রবার সকালের দিকেই "সেকেন্দ্রাবাদ" পৌঁছিলাম। সামনে কোন মসজিদ পাই বা না পাই এই জন্য এখানেই জু'মার জন্য অপেক্ষা করিলাম এক মসজিদের বারান্দায় বসিয়া। নামাজের পর জনৈক বৃদ্ধ আমার হাত ধরিয়া বলিলেন যে, চলুন আমার সঙ্গে। বৃদ্ধের সঙ্গে তাঁহার যুবক পুত্রও ছিলেন। তাঁহারা আমাকে বাসায় লইয়া গেলেন এবং আহার করাইলেন। বৃদ্ধ ও তাঁহার বাড়ীর অন্যান্যের ব্যবহারে আমার মনে হইল যে, তাঁহারা আমাকে একজন দরবেশ মনে করিতেছেন। এত যে গরম তবু আমার গায়ে ছিল চাদর। বৃদ্ধ একটি ইস্ত্রি করা সার্ট আনিয়া বলিলেন যে, ইহা পরিধান করুন। বাস্তবিকই আমার গায়ের সার্টখানার জীর্ণাবস্থার দরুন আমাকে চাদর গায়ে দিতে হইত। কলিকাতা হইতে

সেকোহাবাদ পর্য্যন্ত যত কষ্টই হউক না কেন আমি সহ্য করিয়াছি। কিন্তু আজ আমার সহ্যের সীমা অতিক্রম করিয়া অশ্রু বহির্গত হইল। তাহার কারণ, আমি ছিলাম বার্মাতে "মেসার্স ষ্টিল ব্রাদার্স এণ্ড কোম্পানীর" সাব কণ্ট্রাক্টার। আর খোদাই ওয়ারেণ্ট জারী হওয়ার ফলে কেবল যে উপবাস থাকিতে হয় তাহা নহে বরং আজ অন্তের কাপড়ও পরিধান করিতে হইল। যাহা হইক চলিলাম আবার সামনের দিকে। আজ সন্ধ্যায় পৌছিলাম ফিরোজাবাদ। ফিরোজাবাদের দূরত্ব কলিকাতা হইতে ৭৭২ মাইল। রাস্তার পাশেই এক মসজিদে মাগরেব ও ইশার নামাজ আদায় করিলাম। কোন নামাজী আসিল না। মশার উৎপাতে একটু অধিক রাত্রে আবার রওয়ানা হইলাম। কারণ মশা আমাকে নিদ্রা যাইতে দিল না। এখানে উল্লেখ যোগ্য যে, এই সফরে মশা আমাকে এত অধিক কামড়াইয়াছে যে মুখ মণ্ডল এবং হাত পায়ে ছোট ছোট বসন্তের দানার ন্যায় দেখা দিয়াছে। কেহ কেহ আমাকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিয়াছে। কয়েক মাইল অগ্রসর হওয়ার পর আর একটি মসজিদ পাইয়া তাহাতে প্রবেশ করিয়া দেখি কতিপয় যুবক তসবীহ হাতে বসা। মনে করিলাম যে ইহারা কোন পীর সাহেবের মুরীদ। কতক্ষণ নিদ্রা যাওয়ার পর আবার চলিলাম।

৫ই জুলাই ১৯৩৬ ইং :—আজ আমি "মাহমুদাবাদ" নামক স্থানে পৌছিয়া এক মসজিদে আশ্রয় নিলাম। ইমাম সাহেব খুবই ভদ্রলোক। তবে আমার পাঞ্জাব যাইবার কথা শুনিয়া তিনি আহমদীয়তের বিরুদ্ধে বক্তৃতা আরম্ভ করিলেন। মৌলবী সাহেব নিজেই রুটী ও চা করিলেন ও আমাকে খাওয়াইলেন। কিন্তু বক্তৃতার আর শেষ নাই। অবশেষে রাত্রি প্রায় ১টায় ধৈর্য্যহীন অবস্থায় সেখান হইতে প্রস্থান করিলাম ও প্রাতে আগ্রা পৌছিলাম।

৬ই জুলাই ১৯৩৬ ইং :—আজ আমি সমস্ত দিন আগ্রার তাজমহল, ইতম তুদ্দৌলা, শাহী মসজিদ ইত্যাদি দেখার পর বিকালে ২।৩টি মসাজদে আশ্রয় নিবার চেষ্টা করিয়া ব্যর্থ হই। অবশেষে সহরের বাহিরে এক মসজিদে রাত্রি যাপন করি। আজ আমি কলিকাতা হইতে ৮০০ মাইল দূরে রাত্রি যাপন করিলাম

৭ই জুলাই ১৯৩৬ ইং :— আজ প্রাতে আগ্রা হইতে দুই মাইল দূরবর্ত্তী সেকেন্দ্রাতে বাদশাহ আকবরের মকবেরা দেখিয়া সামনে অগ্রসর হইতে লাগিলাম এবং সন্ধ্যায় "ফারাহ নামক স্থানে উপস্থিত হইয়া মসজিদে আশ্রয় নিবার চেষ্টায় বিফল মনোরথ হইয়া গাছতলায় রাত্রি যাপন করিলাম।

৮ই জুলাই ১৯৩৬ ইং :—আজ আমি "জেট" নামক স্থানে আসিয়া এক মসজিদে আশ্রয় নিলাম. মাগরেবের সময় মুসলমান নামাজী আসিলে আমি তাঁহাকে আজান দিতে বলায় তিনি উত্তর দিলেন 'আজান জানিনা।' একজন পূর্ণ বয়স্ক মুদ্রলমান আজান জানে না শুনিয়া আমি অবাক হইলাম। নামাজের পর তাঁহার সহিত আলাপ করিয়া জানিতে পারিলাম যে, গ্রামে মুসলমান অনেক কিন্তু নামাজ ঠিক মত জানেনাও আদায় করেন মাত্র একজন। ভাবিতে লাগিলাম যে এই যুক্ত প্রদেশের মওলানাগণ আমাদের পূর্ব্ব বাংলায় গিয়া হেদায়েৎ করেন। কিন্তু আমার মতে তো ইসলামের অস্তিত্ব কোথাও থাকিলে তাহা পূর্ব বাংলাতেই আছে। যাহা হউক এই নিরিহ লোকটি আমাকে সুরা ফাতেহা আগ্রহ সহকারেই পাঠ করিয়া শুনাইলেন যাহাতে অনেক ভুল ছিল। কিন্তু তাঁহার সুরা ফাতেহা আমি খুবই আনন্দ উপভোগ করিলাম। লোকটি ইশার সময় পুনরায় আসিলেন এবং আমার জন্য খাবারও নিয়া আসিলেন।

৯ই জুলাই ১৯৩৬ ইং :—আজ আমি কলিকাতা হইতে ৮৭০ মাইল দূরে "হোডল' নামক স্থানে আসিয়া এক মসজিদে উঠিলাম। পেশ ইমাম সাহেব ঝান্সীর অধিবাসী এবং খুবই উদার প্রকৃতির লোক। তাঁহার সদালাপে মুগ্ধ হইলাম।

১০ই জুলাই ১৯৩৬ ইং :—আজ আমি 'সিক্রি' নামক স্থানে আসিয়া এক মসজিদে রাত্রি যাপন করিলাম। এই মসজিদটিও নামাজী বিহীন পাইলাম "সিক্রির" দূরত্ব কলিকাতা হইতে ৮৯৬ মাইল।

১১ই জুলাই ১৯৩৬ ইং :—আজ আমি 'বল্লভগড়' হইয়া "ফরিদাবাদে" আসিয়া এক মসজিদে উঠি। ইমাম সাহেব বলিলেন, এখানে আপনার কষ্ট হইবে, মাইল দেড় মাইল সামনে অন্য মসজিদ আছে তথায় চলিয়া যান। হায়রে হিন্দুস্থানী মাইল, দেড় দুরের কথা আমিতো ৫ মাইল হাটিয়াও মসজিদ দুরের কথা কোন মুসলমানেরও গন্ধ পাই না। অবশেষে এক মুসলমানের সহিত সাক্ষাৎ হইল এবং জানিতে পারিলাম যে, মসজিদ পাইব আরও ১/১॥ মাইল অগ্রসর হওয়ার পর। অগত্যা অগ্রসর হইতে লাগিলাম। কিন্তু এই কি ব্যাপার? আসল মসজিদের বিছানা চুরির ভয় আছে। শুষ্ক মোল্লার এই কথার গরম উত্তর দিয়া অগ্রসর হইলাম সামনের দিকে। অতঃপর নিজাম উদ্দিন আউলিয়ার দরগাহের নিকটবর্ত্তী ডান দিকের গ্রামে একটি ছোট মসজিদে রাত্রি যাপন করি।

১২ই জুলাই ১৯৩৬ ইং :—আজ আমি খুবই দুর্ব্বলতা অনুভব করিতেছি। কাজেই সকালে রওয়ানা না হইয়া বসিয়া রহিলাম মসজিদের বারান্দায়। হঠাৎ দেখি একজন মেয়ে লোক লম্বা তসবিহ ছড়া হাতে আসিয়া হাজির। মনে হইল মেয়েটি কোন পীরের তাবেদারীতে আছেন। বাসায় গিয়া আমার জন্য খাবার নিয়া আসিলেন। নিজাম উদ্দীন আউলিয়ার দরগায় যাইব শুনিয়া মেয়েলোকটি আমাকে একজন মোহাক্কেক বা সত্যান্বেষী মনে করিয়া কিছু নসিহতও করিলেন। অতঃপর রওয়ানা হইয়া নিজাম উদ্দীন আউলিয়ার দরগাহ, বাদশাহ হুমায়ুনের মকবেরা দেখার পর দিল্লি পৌছি। দিল্লীর এক মসজিদে কতিপয় ঢাকা জিলার ছাত্রের সহিত সাক্ষাৎ হয়। তাঁহারা আমাকে খুবই সাদর সম্ভাষণ জানাইলেন। কিন্তু যখন কথা প্রসঙ্গে ঢাকা বিভাগের তদানিন্তন স্কুল ইন্সপেক্টর ও বঙ্গীয় প্রাদেশিক আঞ্জুমান আহমদীয়ার আমীর মরহুম খান বাহাদুর চৌঃ আবুল হাসেম খান সাহেবের নাম উঠে তখন তাহারা নাক সিটকাইতে লাগিলেন যে, তিনি তো কাদিয়ানী। অতঃপর আহমদী-য়তের বিরুদ্ধে বিষোদগারণ আরম্ভ করিলে আমি তথা হইতে প্রস্থান করিলাম। সত্য বলিতে কি, আমার আহমদী বন্ধু ডাক্তার মোহাম্মদ সিদ্দিক সাহেবের সহিত পরিচয় হইবার পর কেহ আহমদীগণের বিরুদ্ধে কিছু বলিলেই আমার অন্তরের অন্তস্থলে আঘাত লাগিত। আজ দিল্লীর ঐতিহাসিক বস্তুগুলি দেখিয়া বিকালে সবজী মন্ডীর মসজিদে আছরের নামাজ পড়িলাম, ইমাম সাহেব সীমান্ত প্রদেশের হাজারা জেলার অধিবাসী। তিনি আমার ভ্রমণ কাহিনী শুনিবার জন্য তথায় রাখিলেন। আজ পর্য্যন্ত আমি ৯৬৩ মাইল পথ অতিক্রম করিলাম।

(১৬শ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

পূর্ব্ব পাকিস্তান মজলিশ খোদ্দামুল আহমদীয়া সমূহের মনোযোগ আকর্ষণার্থে।

মোকাররম জনাব কায়েদ সাহেবান!

আচ্ছালামু আলায়কুম ওয়া রাহমাতুল্লাহে ওয়া বারাকাতুহু!

আপনারা অবগত আছেন যে, কেন্দ্রীয় মজলিশ খোদ্দামুল আহমদীয়ার হল নির্ম্মাণ কার্য্য আজ ৮ বৎসর যাবৎ অচলাবস্থায় থাকার দরুণ আমাদের প্রত্যেকের দুর্নামের কারণ হইয়াছে। অতএব কেন্দ্রীয় মজলিশ খোদ্দামুল আহমদীয়া রাবওয়াহ। পূর্ব্ব পাকিস্তান মজলিশ সমূহ হইতে এই আশা যে, তাঁহারা অগৌণে এই কার্য্যের জন্য ৩০০০৲ তিন সহস্র টাকা জমা করিয়া রাবওয়াহ পাঠাইয়াছেন। এই সম্বন্ধে কেন্দ্রীয় মজলিশ খোদ্দামুল আহমদীয়ার নায়েব সদর সাহেবজাদা ডাক্তার মির্জা মনওয়ার আহমদ সাহেব প্রদত্ত ঘোষণার কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত করা গেল।

"১৯৫৬ ইং সালে অনুষ্ঠিত সালানা ইজতেমার মজলিশ শুরাতে খোদ্দামুল আহমদীয়ার হল নির্ম্মাণের বিষয় পেশ করা হইলে, উহাতে ফয়সালা হইয়াছিল যে, পূর্ণ চেষ্টা প্রচেষ্টা দ্বারা দফতরের নির্ম্মাণ কার্য্য শেষ করা হউক। দফতরের হল নির্ম্মিত না হওয়া পর্য্যন্ত খোদ্দামুল আহমদীয়ার স্কীম সমূহ সম্পূর্ণরূপে জারী করা যাইতে পারেনা। আজ পর্য্যন্ত দফতরের (অফিসের) মাত্র ৪টি কামড়া নির্ম্মিত হইয়াছে, যাহা প্রয়োজনের তুলনায় খুবই অল্প। মজলিশ আনছারউল্লাহ দফতর নির্ম্মান কার্য্য গত বৎসর আরম্ভ হইয়া এক বৎসরের মধ্যেই শেষ হইয়াছে। এবং একটি হলও নির্ম্মিত হইয়াছে। তদ্রূপ লাজনা আমাউল্লাহর দফতরও পূর্ণত্ব প্রাপ্ত। কিন্তু খোদ্দাম, যাহারা নওজওয়ান, এবং যাঁহাদের বোলন্দ সাহস ও উচ্চ আকাঙ্খা। এবং যাঁহাদের প্রত্যেক কার্য্য সর্ব্বাগ্রে থাকা প্রয়োজন, তাঁহাদের দফতর এখন পর্য্যন্ত অপূর্ণ অবস্থায় আছে। অতএব এমতাবস্থায় খোদ্দাম গণের কর্ত্তব্য খুব শীঘ্র দফতর নির্ম্মাণ কার্য্যে মনোনিবেশ করা। আঞ্চলিক কায়েদ ও ডিষ্ট্রিক্ট কায়েদ সাহেবানের উপর এই বিষয়ে দায়ীত্ব অধিক। তাঁহাদের কর্ত্তব্য স্ব স্ব এলাকার কায়েদ সাহেবানের মনোযোগ করা এবং শীঘ্র দফতর নির্ম্মাণ কার্য্যের জন্য চেষ্টা প্রচেষ্টা আরম্ভ করা।

এরূপ খোদ্দাম, যাঁহাদিগকে আল্লাহ তালা শক্তি দিয়াছেন, বোলন্দ হিম্মতের পরিচয় দিলে দফতর নির্ম্মাণ কার্য্য পূর্ণত্ব লাভ করিতে পারে। প্রকৃত বিষয় এই যে, এইরূপ এত অধিক সংখ্যক খোদ্দাম রহিয়াছেন যাঁহারা .. টাকা অনায়াসে দিতে পারেন। বরং আমার ব্যাক্তিগত অভিজ্ঞতা দ্বারা বলিতে পারি যে, এইরূপ খোদ্দামও আছেন যাহারা সহস্র সহস্র টাকা দিতে পারেন।

আঞ্চলিক এবং ডিষ্ট্রিক্ট কায়েদ সাহেবানের কর্ত্তব্য এইরূপ খোদ্দামের একটি লিষ্টি তৈরী করা যাঁহারা ..... টাকা আদায় করিতে পারেন। ঐ সমস্ত খোদ্দাম, যাঁহারা এই কার্য্যে অংশ গ্রহন করিবেন। তাঁহাদের নাম দফতর খোদ্দামুল আহমদীয়ার হলে খোদিত থাকিবে, এবং পরবর্ত্তী বংশধর তাহাদের জন্য দোয়া করিবে। এতদ্ব্যতিত তাঁহাদের নাম বিশেষ দোয়ার জন্য হজরত আক্দাস আমীরুল মোমেনীন খলিফাতুল মসিহ সানি(আইঃ) এর খেদমতে পেশ করা হইবে।

খোদ্দাম স্ব স্ব শক্তি অনুযায়ী চাঁদা জমা করুক। প্রকৃত পক্ষে একজন খাদেমও যেন এরূপ না থাকেন যে, ইহাতে অংশ গ্রহণ করেন নাই।

অবশেষে আল্লাহতা'লার নিকট দোয়া করিতেছি যেন তিনি আমাদের যুবক গণের হৃদয় খুলিয়া দেন এবং তাঁহারা তাঁহাদের দায়ীত্ব হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন এবং এই তাহরিকে অগ্রবর্ত্তী বলিয়া প্রমাণিত করেন। আমীন।" যেহেতু এই নির্ম্মাণ কার্য্য এই বৎসর শেষ করিবার জন্য কেন্দ্রের তাগিদ আসিয়াছে। অতএব আমি সমস্ত মজলিশকে দর খাস্ত করিতেছি যেন শীঘ্র ৩০০০৲ তিন হাজার টাকার বন্দোবস্ত করেন। আশা করি প্রত্যেক মজলিশ অধিক হইতে অধিকতর টাকা জমা করিয়া খাকসারের নিকট পাঠাইয়া বাধিত করিবেন।

আল্লাহতা'লা আপনাদের সাহায় হউন।

আমীন।

খাকসার—

মোঃ সোলায়মান।

আঞ্চলিক কায়েদ পূর্ব্ব পাকিস্তান মজলিশ খোদ্দামুল আহমদীয়া। ৪নং বক্সি বাজার ঢাকা।

জনাব নাজের সাহেব বয়তুল মালের টেলিগ্রাম।

জনাব নাজের সাহেব বায়তুল মাল রাবওয়াহ হইতে তার যোগে পূর্ব পাকিস্তান বাসী আহমদী গণকে সালানা জলসার চান্দার জন্য বিশেষ ভাবে চেষ্টা করিতে তাগিদ দিয়াছেন।

ঐ টেলিগ্রামের কপি পূর্ব্ব পাকিস্তান আঞ্জুমন আহমদী ঢাকা হইতে প্রত্যেক জামাতে পাঠানো হইয়াছে। এবং এতদ সঙ্গেই এই চাঁদা সম্বন্ধে তাগিদও দেওয়া হইয়াছে। সালানা জলসায় ৭০ হইতে ৮০ হাজার মেহমান সম্মিলিত হইয়াছেন। আশা করা যায় যে, এই বৎসর আল্লাহর ফজলে মেহমানের সংখ্যা এক লক্ষ পর্য্যন্ত পৌছিবে। প্রত্যেক আহমদী ভ্রাতা ভগ্নী অবগত আছেন যে, এই জলসা তাঁহাদের এবং খরচ ও তাহাদিগকেই বহন করিতে হইবে। আশা করি প্রত্যেক আহমদী এই চাঁদা সম্বন্ধে সজাগ হইবেন এবং যত শীঘ্র সম্ভব চাঁদা আদায় করিয়া জনাব নাজের সাহেব বায়তুল মাল সমীপে রাবওয়াহ,তে পাঠাইয়া বাধিত করিবেন।

স্বাঃ মির্জা আলী আখন্দ

সেক্রেঃ মাল, ই, পি, এ, এ, ঢাকা।

জনাব উকীলুল মাল তাহরীক জদীদের পত্র।

(৫ম পৃষ্ঠার পর)

নোট :— বহির্দ্দেশে ইসলাম প্রচার ও অন্যান্য কার্য্যোপলক্ষে হজরত আমিরুল মোমেনীন (আইঃ) সর্ব্বপ্রথম ১৯৩৪ ইং সালে ইহার (তাহরীকে জদীদের) প্রবর্ত্তন করেন। অতঃপর তার দশ বৎসর পর ১৯৪৪ ইং সালে যে সকল লোক উপরোক্ত আন্দোলনে শামেল হন নাই তাহাদের জন্য পুনরায় দ্বিতীয় পর্য্যায়ের ঘোষণা করেন। যাঁহারা প্রথম ঘোষণায় শামেল হইয়াছিলেন তাঁহারা প্রথম পর্য্যায়ের এবং যাঁহারা দ্বিতীয় ঘোষনায় শামেল হইয়াছেন, তাঁহারা দ্বিতীয় পর্য্যায়ের মেম্বর।

উপরোক্ত উভয় পর্য্যায়কে "১ম দৌড় ২য় দৌড়"। "১ম দফতর—২য়, দফতর" বা "১ম, পর্য্যায়—২য়, পর্য্যায়" বলা হয়। আরও জানিবার জন্য প্রাদেশিক আঞ্জুমানে লিখুন। মঃ আঃ।

সম্পাদকীয়।

"তাওয়াফ্‌ফী"র সকল অর্থই যদি রূপক হয়, তবে বাস্তব কোনটি ?

জনৈক মওলানা সাহেব "তাওফফী শব্দের অর্থ করিতে যাইয়া লিখিয়াছেন :— "তাওয়াফফী"র রূপক অর্থ ঘুম পাড়ান।"

অতঃপর ঘুমপাড়ানীর দলিলও পেশ করিয়াছেন। জনাব মওলানা সাহেবের এই দলিল প্রমাণের কোন প্রয়োজন ছিল না। কারণ আমরা প্রথমেই নিবেদন করিয়াছি :— "যদি আল্লাহতালা বা ফেরেশতা কর্ত্তা হইয়া মানুষের উপর "তাওয়াফফী করেন। তবে ইহার অর্থ (রজনী বা মনাম এর সম্বন্ধ সঙ্গে না থাকিলে) মৃত্যু ছাড়া আর কিছুই হইতে পারে না।" "আহমদী ২২শে সেপ্টেম্বর ১৯৫৮ ইং।"

আমাদের এই কথার উত্তর মওলানা সাহেবের 'ঘুম পাড়ান' সম্বন্ধীয় দলিল পেশ করার কোন মূল্য নাই বরং ইহা সময় এবং অর্থের অপচয় মাত্র। কারণ আমাদের দাবীতে "রজনী বা মনামের" উল্লেখ বিদ্যমান রহিয়াছে।

অতঃপর মওলানা সাহেব যাহা লিখিয়াছেন তাহা হুবহু নিম্নে উদ্ধৃত করা গেল। তিনি লিখিয়াছেন :—

"রূপক অর্থ মৃত্যুদান করা।"

(১) "কুলইয়া তাওফফাকুম মালাকুল মাওত। বলুন, মওতের ফেরেশতা তোমাদের মৃত্যু দান করবে—কুরআন।"

(২) "হাত্তা ইয়া তাওয়াফফাহুন্নাল মাওত। যতদিন না মৃত্যু তাদের আকর্ষণ করে—কুরআন।"

"তাওয়াফফী"র অর্থ মৃত্যু রূপক ভাবে ব্যবহৃত হয়। মৃত্যু আসল অর্থ নয়। আরবী সাহিত্যের ইমাম আল্লামা যমখশরী তাঁর আসাসুল বালগাহ গ্রন্থে লিখেছেন, "তাওয়াফফী যখন রূপক অর্থে ব্যবহৃত হয় তখন তার অর্থ হয় মৃত্যু।' যেমন 'তুয়ফফী ফুলানুন—অমুক মারা গেছে। তাওয়াফফা হুল্লাহ,—আল্লাহ তাকে মৃত্যু দান করেছেন। 'আদরাকাতহুল ওয়াফাতো- মৃত্যু তার সাক্ষাৎ লাভ করেছে।"

"আহমদী"র পাঠক পাঠিকাগণ মওলানা সাহেবের দলিলগুলি আবার পাঠ করুন। তিনি "রূপক অর্থ মৃত্যু দান করা" নাম দিয়া কোরআনের দুইটি আয়েতের অংশ বিশেষ উদ্ধৃত করিয়া তাহার অর্থ করিয়াছেন :—

(১) "বলুন, মওতের ফেরেশতা তোমাদের মৃত্যুদান করবে।"

(২) 'যতদিন না মৃত্যু তাদের আকর্ষণ করে।'

তারপর 'তাওয়াফফী'র অর্থ যে 'মৃত্যু' রূপক ভাবে ব্যবহৃত হয়, আসল অর্থে নয়। এই কথা প্রমাণ করিবার জন্য আল্লামা যমখশরীর বরাত দিয়া তিনটি উদ্ধৃতি পেশ করিয়াছেন।

যথা :—(১) 'অমুক মারা গেছে।" (২) "আল্লাহ তাকে মৃত্যু দান করেছে।" (৩) 'মৃত্যু' তার সাক্ষাৎলাভ করেছেন।"

বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয় যে, জনাব মওলানা সাহেব উপরোল্লেখিত ৩টি 'মৃত্যু' শব্দকেই কোথা হইতেই টানিয়া হেচড়াইয়া "রূপক" শব্দ আনিয়া ঢাকিবার চেষ্টা করিতেছেন। যদি উপরোল্লেখিত 'মৃত্যু রূপক 'মৃত্যু' হয়, তবে আসল মৃত্যু বলিব, কোনটিকে? যাহা হউক তিনি যে কোরআনের আংশিক আয়েৎ পেশ করিয়াছেন ঐ আয়েৎ আমরা নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া তদ্বারা রূপক শব্দটি যে কাল্পনিক ছাড়া আর কিছুই নহে এবং আসল মৃত্যুই যে এই সকল আয়েতের প্রকৃত অর্থ তাহা প্রমাণ করিব।

১। "কুল ইয়া তাওয়াফ্‌ফাকুম মালাকুল্‌ মাওতেল্লাযী ভুক্কেলা বেকুম ছুম্মা ইলা রাব্বেকুমতুরজাউন।"

"সুরা সেজদা, ১ম, রুকু।" (হে মোহাম্মদ (দঃ)) তুমি বল, তোমাদের সম্বন্ধে যাহাকে নিযুক্ত করা হইয়াছে সেই মৃত্যুর ফেরেশ্‌তা (মালেকুল মওত), তোমাদের (জান) কবজ করিবে তৎপর আপন পালন কারীর দিকে তোমরা প্রত্যাবৃত্ত হইবে।"

২ "ওয়াল্লাতী ইয়া তিনাল ফাহেশাতা মিননিছায়েকুম ফাছতাশ্‌হেদু আলাইহিন্না আরবা আন্তাম মিনকুম ফাইন শাহেদু ফাআম ছেকুহুন্না ফীলবুয়ুতে হাত্তা ইয়া তাওয়াফ্‌ফা হুন্নাল মাওতা ...।'

সুরা নেছা, ৩য়, রুকু এবং তোমাদের স্ত্রীগণের মধ্যে যাহারা কুকার্যে উপস্থিত হয় তখন তাহাদের প্রতি নিজেদের মধ্য হইতে চারিজন সাক্ষী চাও, যদি (তাহারা) সাক্ষী দেয় তবে কু-কার্য্যকারীণীদিগকে গৃহ মধ্যে বন্ধ করিয়া রাখ যে পর্য্যন্ত মৃত্যু (মওত) তাহাদিগকে উঠাইয়া লয়।

জনাব মওলানা শাহ রফীউদ্দীন সাহেবের উর্দু ও মওলানা আব্বাছ আলী সাহেবের বঙ্গানুবাদ। "তাওয়াফ্‌ফী" শব্দের রূপক মৃত্যু অর্থকারী মওলানা সাহেব উপরোক্ত উভয় আয়েতের মাত্র রেখা টানা স্থানটুকু উদ্ধৃত করিয়াছেন। বাকী অংশ কেন যে বাদ দিলেন এবং হাওয়ালাও দেন নাই তাহা আমরা জানি না। যাহাই হউক না কেন, তাঁহারা প্রথম আয়েতের অনুবাদ "বলুন, মওতের ফেরেশ্‌তা তোমাদের মৃত্যু দান করবে। ইহাতে রূপক শব্দটি যোগ করিলেন কোথা হইতে? মওতের ফেরেশতাগণ যে মৃত্যু দান করেন তাহা কি আসল মৃত্যু নহে? যদি মওতের ফেরেশতা দ্বারাও আসল মৃত্যু না হইয় রূপক মৃত্যুই হয় তবে আসল মৃত্যু কোনটি? তারপর রেখা টানার পরের অংশটুকু হইল—তৎপর আপন পালনকারীর দিকে তোমরা প্রত্যাবৃত্ত হইবে। অর্থাৎ খোদাতালার দিকে ফিরিয়া যাইবে। আমাদের বিশ্বাস, খোদাতালার দিকে ফিরিয়া যাওয়াকে যে রূপক মৃত্যু বলিয়া অভিহিত করিবে এরূপ লোক বোধ হয় জগতে বিরল।

জনাব মওলানা সাহেব দ্বিতীয় আয়েতটির ও পূর্ণ অর্থ করেন নাই। মাত্র যতদিন না মৃত্যু তাদের আকর্ষণ করেই করিয়াছেন। এই সম্বন্ধে এতটুকু বলাই যথেষ্ট যে, কাহাকেও মৃত্যু আকর্ষণ করিলে তার অর্থ বা ফল যে কি হয় সেজন্য কোন গ্রন্থ পাঠ করিবার প্রয়োজন হয় না বরং সাধারণ লোকের বিবেকও ইহার ফল সম্বন্ধে জ্ঞাত আছেন। প্রকৃত পক্ষে এই আয়তে আল্লাহতালার একটি বিশেষ আদেশ সন্নিবেশিত রহিয়াছে। আল্লাহতালা বলিয়াছেন :—

"তোমাদের স্ত্রীগণের মধ্যে যাহারা কুকার্য্য করে তাহাদের সম্বন্ধে ৪ জন লোকের সাক্ষ্য গ্রহণ কর। যদি ৪ জন সাক্ষী এই কুকার্য্য

সম্বন্ধে সাক্ষ্য প্রদান করে, তবে তাহাদিগকে তাহাদের মৃত্যু পর্য্যন্ত আবদ্ধ রাখা.....।' এখানে মৃত্যু তাদের আকর্ষণ করে, মৃত্যু তাহাদিগকে উঠাইয়া লয় এবং মৃত্যু পর্য্যন্ত এই সমস্তই এক অর্থে ব্যবহৃত হইবে। কারণ যে ভাবেই ঘুড়াইয়া বলা হউক না কেন মৃত্যু মৃত্যুই থাকে। এখানে রূপক মৃত্যু অর্থ হইতেই পারে না।

"রূপক মৃত্যু" নামে কোন 'মৃত্যু' থাকিলে তার লক্ষনও থাকা প্রয়োজন। তার পর কুকর্ম্মশীলা স্ত্রী লোককে 'রূপক মৃত্যু' কাল পর্য্যন্ত আবদ্ধ রাখিয়া ছাড়িয়া দিলে 'আসল মৃত্যুর পূর্ব্বে যে কু কর্ম্ম করিবেনা তার প্রমান কি? এখানে 'গৃহে বন্ধ রাখা' অর্থে ইহাই বুঝিতে হইবে যে যে সকল কারনে মেয়ে লোক খারাপ হয়, ঐ গুলি বন্ধ করা। বাংলাতে একটি প্রবাদ আছেঃ— 'স্থান— কাল দুতী না পায় যুবতী, তবে হয় সতী। অর্থাৎ মেয়ে লোক খারাপ হইবার মত জায়গা সময়এবং কুটনী এই তিনটি হইতে যদি রক্ষা করা যায়, তবে খারাপ হইবার আশঙ্কা থাকেনা। মোট কথা যাবতীয় সাবধানতা অবলম্বন করিবার তাগিদ দেওয়া হইয়াছে। শুধু গৃহে আবদ্ধ রাখাই নহে।

তারপর আল্লামা যম খশরীর বরাত দিয়া লিখিত অমুক মারা গেছে, আল্লাহ তাকে মৃত্যু দান করেছেন ও মৃত্যু তার সাক্ষাৎ লাভ করেছে। এই মৃত্যু গুলি রূপক বা আসল, এই বিষয়ে কিছু আলোচনার প্রয়োজন আছে বলিয়া আমরা মনে করি না। এইগুলির বিচার করিবেন পাঠক পাঠিকা গণ!

"তাওয়াফফী' শব্দের অর্থ যে রূপক মৃত্যু নহে— বরং আসল মৃত্যু, এই সম্বন্ধে কোর আন করীম হইতে নমুনা স্বরূপ মাত্র একটি আয়েত পেশ করা গেল।

আল্লাহ তালা বলিয়াছেন:- ওয়াল্লা যীনা ইউতা ওয়াফফাওনা মিনকুম ওয়া ইয়া যারুনা আজ ওয়া জাও ওয়াছিয়া তাজিল্লে আজ ওয়া, জিহিম মাতাআন ইলাল হাওলে গাইরু এখরাজেন, ফাইন খারাজনা ফালা জুনাহা আলাইকুম ফীমাআলনা ফুহেহিন্না মিম্মারুফে। আর তোমাদের মধ্যে যে সকল লোক মরিয়া যায় এবং পত্নী দিগকে রাখিয়া যায়, তাহারা তাহাদের পত্নীগণের জন্য এই অছিয়ত করিবে যে, তাহাদিগকে এক বৎসর পর্য্যন্ত খরচ দেওয়া হয় এবং বাহির করিয়া দেওয়া না হয়, তবে যদি তাহারা চলিয়া যায় পরে তাহারা নিজের সম্বন্ধে যথাবিধি পালন করিল তজ্জন্য তোমাদের প্রতি গোণা নাই সুরা বকর ৩১ রুকু মাওলানা শাহ রফীউদ্দীন সাহেবের উর্দ্দু ও মওলানা আব্বাছ আলী সাহেবের বঙ্গানুবাদ কোরআন শরীফ ৫৩ পৃঃ।

তাওয়াফফী শব্দের অর্থ যদি আসল মৃত্যু না হইয়া রূপক মৃত্যু হয় তবে তো জগতে মস্ত বড় সমস্যা দেখা দিবে। কারণ এই আয়েতে বলা হইয়াছে যদি কেহ পত্নী রাখিয়া মারা যায় তবে পত্নীর জন্য এক বৎসরের খরচ দিবার অছিয়ত করিতে হইবে। তাওয়াফফী শব্দের অর্থ আসল মৃত্যু না হইলে এই অছিয়তের আদেশ কেন হইল? রূপক মৃত্যুতে কি স্ত্রী রাখিয়া যাইতে হয়? ধরুন স্ত্রী রাখিয়া মৃত্যু হইল এবং সেই স্ত্রীর অন্যত্র বিবাহ হইল। এই বিবাহ কি রূপক হইবে? তারপর এই বিবাহের ফলে যে সন্তান জন্ম গ্রহণ করিবে সেই সন্তান কি রূপক সন্তান হইবে? এই আয়েতে ইহাও বলা হইয়াছে

বিজ্ঞপ্তি।

প্রেসের কোন বিশেষ অসুবিধার দরুন "আহমদী"র ১৫শ ও ১৬শ সংখ্যা একত্রে প্রকাশ করিতে হইল। সঃ আঃ।

যে তবে যদি তাহারা চলিয়া যায়। তাওয়াফফী শব্দের অর্থ আসল মৃত্যু না হইয়া রূপক মৃত্যু হইলে আল্লাহতালা এই কথা কেন বলিলেন যে তবে তাহারা চলিয়া যায়। আসল মৃত্যু না হইলে তো চলিয়া যাইবার প্রশ্নই আসেনা।

মোট কথা তাওয়াফফী শব্দের অর্থ আল্লাহতালা বা ফেরেশতা কর্ত্তা হইয়া কোন প্রাণীকে তাওয়াফফী করিলে (রজনী বা মনাম এর করীনা না থাকিলে) মৃত্যু ছাড়া অন্য কিছুই হইতে পারে না। যদি কেহ ইহার উল্টা অর্থ করেন, তবে কোরআন করীমের যতস্থানে এই শব্দ আসিয়াছে তার প্রত্যেক স্থানেই অসামঞ্জস্য দেখা দিবে। সুরা মায়েদার শেষ রুকুর তাওয়াফফী শব্দের অর্থ রূপক মৃত্যু করিলে অন্যান্য স্থানেও রূপক মৃত্যু করিতে হইবে এবং বাস্তব মৃত্যু বলিয়া আর কিছু বাকী থাকিবেনা। কাজেই আমরা বলিতে বাধ্য হই যে, তাওয়াফফীর সকল অর্থই যদি রূপক হয়, তবে বাস্তব কোনটি?

জনাব মওলানা সাহেব তাঁহার প্রবন্ধের এক স্থানে লিখিয়াছেন:—মীর্যা গোলাম আহমদ সাহেব ও 'বালবাফা আল্লাহু ইলাইয়ে' বাক্যের অন্তর্গত 'ইলাইহে' শব্দের অর্থ ইলাসসামা আকাশে গ্রহণ করেছেন। দেখুন "ইলযাতুল আওহাম" প্রভৃতি।

এখানে জনাব মওলানা সাহেব ইযালাতুল আওহাম এর পৃষ্ঠা উল্লেখ করেন নাই এবং প্রভৃতির মধ্যে আর কোন কোন কেতাব রহিয়াছে নাম উল্লেখ করেন নাই। যদি তিনি অনুগ্রহ পূর্ব্বক আমাদিগকে জানাইয়া দেন, তবে সুখী হইব। কিন্তু তিনি কখনও ইহা পারিবেন না।

আহমদীর সম্পাদকের কন্যার বিবাহ।

বিগত ২৫শে ডিসেম্বর বৃহস্পতিবার "আহমদীর" সম্পাদক জনাব আহসান উল্লাহ সিকদার সাহেবের প্রথমা কন্যা মমতাজ জহান বেগমের সহিত (হাল সাং) রংপুর নিবাসী মরহুম জনাব সিরাজ মিঞা সাহেবের পুত্র জনাব ডাঃ আবদুর রহিম সাহেবের শুভ বিবাহ ১০০০৲ (এক হাজার টাকা মাত্র) টাকা মোহরাণা ধার্য্যে জনাব সিকদার সাহেবের নারায়ণগঞ্জস্থ বাসভবনে সুসম্পন্ন হইয়াছে।

বিবাহের আনুষ্ঠানিক ঘোষণার পূর্ব্বে জনাব মাওলানা জিল্লুর রহমান সাহেব তাঁহার স্বভাবসুলভ হৃদয়গ্রাহী ভাষায় বিবাহের খোৎবা পাঠ করেন। বন্ধুগণের খেদমতে দোয়ার আবেদন করা যাইতেছে যেন আল্লাহ তালা এই বিবাহকে মোবারক করেন।

সংবাদদাতা—
মোহাম্মদ আনোয়ার আলী
C/o রেলী ব্রাদার্স লিমিটেড নারায়ণগঞ্জ।

হজরত মোহাম্মদ (দঃ)এর দান

(সপ্তম পৃষ্ঠার পর)

মানবে প্রেম, প্রীতি, সর্ব্ব জীবে দয়া, চরিত্রে বল, বিশ্ব প্রেম, আল্লার প্রতি অনুরাগ বিপদে ধৈর্য্য শীল, শত্রুকে ক্ষমা, প্রভৃতি শ্রেষ্ঠতম গুনরাশীর অধিকারী ছিলেন তিনি। ফলে তার মৃত্যুর পূর্ব্বেই সমগ্র আরব দেশ তাঁর পতাকা তলে সমবেত হয়ে ছিল। আজ সাড়ে তেরশ বছর পরেরও বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন বর্ণের লোকেরা হজরতের প্রচারিত ইসলাম ধর্মের পতাকাতলে সমবেত হয়ে তাঁর বিজয়বাণী ঘোষণা করতঃ আল্লার বন্দনা ও রসুলের স্তুতি বাক্য ঘোষনা করছে।

অতএব হজরত রসুল করিম (সাঃ) সম্পর্কে বলতে গেলে সারাদিন বলেও শেষ করা যাবে না। কারন এমনি শ্রেষ্ঠ উদাহরণ তিনি রেখে গেছেন আমাদের কাছে যার শেষ নাই। কাজেই আজকের মতন আমার বক্তব্য আমি এখানেই শেষ করছি।

রাইফেল চালনায় আহমদী কর্ত্তৃক নয়া পাকিস্তান রেকর্ড সৃষ্টি।

তোফায়েল ও আজম স্মৃতি গুলি চালনা প্রতিযোগীতায় আহমদী পিতা পুত্রের স্ব স্ব গ্রুপে শীর্ষস্থান অধিকার।

আহমদীয়া জামাতের প্রতিষ্ঠাতা হজরত মির্জা গোলাম আহমদ (আ:)এর পৌত্র সাহেবজাদা মির্জা জাফর আহমদ সাহেব বার, এট-ল, সেক্রেটারী ঢাকা—নারায়ণগঞ্জ চেম্বার অব কমার্স, ইদানিং ঢাকাতে অনুষ্ঠিত তোফায়েল ও আজম স্মৃতি গুলি চালনা প্রতিযোগীতায় পয়েন্ট ২২ বোর রাইফেল চালনায় ৬০০ পয়েন্টের মধ্যে ৫১৭ পয়েন্ট পাইয়া নয়া পাকিস্তান রেকর্ড স্থাপন করেন। ইতিপূর্ব্বে লাহোর অলিম্পিক প্রতিযোগীতায় তিনি ৬০০ পয়েন্টের মধ্যে ৪৯১ পয়েন্ট লাভ করিয়া পাকিস্তান রেকর্ড স্থাপন করিয়াছিলেন।

তোফায়েল ও আজম স্মৃতি গুলি চালনা প্রতিযোগীতায় বালক প্রতিযোগীগণের মধ্যে সাহেবজাদা মির্জা জাফর আহমদ সাহেবের পুত্র সাহেব জাদা মির্জা কমর আহমদ সাহেব ১০০ পয়েন্টের মধ্যে ৯২ পয়েন্ট পাইয়া শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছেন। আল্লাহতালা মোবারক করুন। আমীন।

বিখ্যাত আহমদী বৈজ্ঞানিক ডাঃ আবদুছ ছালাম সাহেবের

নূতন সম্মান লাভ।

ক্যাম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ হইতে তাঁহার মূল্যবান গবেষণা কার্য্যের আবার স্বীকৃতি দান।

তাঁহাকে বিশ্ববিদ্যালয়ের জগৎ বিখ্যাত পুরস্কার "হপকিন্স প্রাইজ" (Hopkins prize) লাভ করিবার উপযুক্ত বলিয়া ঘোষণা।

ইহা খুবই সুসংবাদ যে বিখ্যাত আহমদী বৈজ্ঞানিক মাননীয় ডাঃ আবদুছ ছালাম সাহেব প্রেসিডেন্ট গণিত শাস্ত্র বিভাগ লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয় (পাঞ্জাবের "ঝং" জামাতে আহমদীয়ার প্রেসিডেন্ট জনাব মোহাম্মদ হুসেন সাহেবের জ্যেষ্ঠ পুত্র) ক্যাম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় হইতে এক নূতন সম্মান লাভ করিয়াছেন। বিশ্ব-বিদ্যালয় তাঁহার বৈজ্ঞানিক খেদমত ও গবেষণার জন্য তাঁহাকে বিশ্ব বিখ্যাত পুরস্কার "হপকিন্স প্রাইজ"এর অধিকারী বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। এই পুরস্কার প্রাপ্তগণের মধ্যে রহিয়াছেন, সার জি, জি, ষ্টোকস, প্রফেসার সি, এফ, পাওয়াল এবং সার জন ককরফট এর ন্যায় বৈজ্ঞানিকগণ এই পুরস্কার ক্যাম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ফিলসফিক্যাল সোসাইটী হইতে প্রত্যেক তিন বৎসর অন্তর দেওয়া হয়। ডাক্তার আবদুছ ছালাম সাহেবের বয়স মাত্র ৩৪ বৎসর।

আল্লাহতালা তাঁহাকে আরও উন্নতি দান করুন এবং ইসলামের জন্য বা বরকত করুন। আমীন।

খোশ খবর

(মোহাম্মদ আনোয়ার আলী)

বৃথা বসি
দিবা নিশি
আশাদীপ জ্বালিয়া।

আসিবার
কথা যার
এসে গেছে চলিয়া।

ইসলামের শিরে তাজ
ইবলিসের ঘাড়ে বাজ
এইবার পড়িবে।

শয়তানের তখত
যত হোক শক্ত
এইবার নড়িবে।

অন্তর
চৌচির
বৃথা হায় হুতাশে।

নিরাশার
দেয়াভার
ঢাকে দিল আকাশে।

রবি শশীর
রাহু গ্রাস
রমজান মাসেতে।

ধুমকেতুর
পুচ্ছ
পূব আকাশেতে।

মাহদীর
লক্ষণ
সব হল পূর্ণ।

তার্কিকের
দম্ভ
সব হল চূর্ণ।

বৃথা চেয়ে
আসমানে
গর্দ্দানে ব্যথা সার।

আশা নাই
কারো ভাই
হেথা হতে আসিবার।

———

আখবারে আহমদীয়া !

আল্লাহতাআলার ফজলে হজরত খলীফাতুল মসিহ সানি (আইঃ) এর স্বাস্থ্য ভালই আছে। তবে বর্ত্তমান জলসায় যে হুজুর (আইঃ)কে অবিরাম পরিশ্রম করিতে হইবে ইহাতে যেন স্বাস্থ্য ভঙ্গ না হয় সেজন্য প্রত্যেকে দোয়া করিবেন।

———

বর্ত্তমান মাসের ২৬, ২৭ এবং ২৮শে তারিখ মোতাবেক শুক্র, শনি এবং রবিবার দিন চিরাচরিত প্রথানুসারে বিশ্ব আহমদীয়া বার্ষিক সম্মেলন রাবওয়াহতে অনুষ্ঠীত হইতেছে আশা করা যায় যে এই বৎসর মেহমানের সংখ্যা এক লক্ষে পৌছিবে। এই জলসায় পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ হইতে আহমদীগণ জামাতের কেন্দ্র 'রাবওয়া' আগমন করেন।

———

বর্ত্তমান সনের জলসার একটি বৈশিষ্ট এই যে এই জলসার পর এমন একটি জলসার বন্দোবস্ত করা হইয়াছে, যাহাতে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশীয় অন্ততঃ ৪০টি ভাষায় বক্তৃতা হইবে।

———

'রাজওয়াহর' জলসায় যোগদান মানসে আন্তর্জাতিক আদালতের ভাইস প্রেসিডেণ্ট জনাব চৌধুরী মোহাম্মদ জাফরুল্লাহ খান সাহেব সপরিবারে 'রাবওয়াহ' আগমন করিয়াছেন!

———

'রাবওয়াহ'র জলসায় যোগদান মানসে পূর্ব্ব পাকিস্তান হইতে কতজন গিয়াছেন তাহা আমাদের সঠিক জানা নাই। তবে এতটুকু জানা আছে, ব্রাহ্মণবাড়িয়া হইতে সদর মোবাল্লেগ জনাব মৌঃ ছৈয়দ এজাজ আহমদ সাহেব এবং নারায়ণগঞ্জ জামাতের নিম্নলিখিত মেম্বরগণ গিয়াছেন।

(১) সাহেব জাদা মির্জা জাফর আহমদ সাহেব। সেক্রেটারী ঢাকা নারায়নগঞ্জ চেম্বার অব কমার্স।

(২) জনাব আনোয়ার আহমদ কাহলুন সাহেব, ম্যানেজিং ডাইরেক্টর পাক-বে কোম্পানী।

(৩) জনাব বদরউদ্দীন আহমদ সাহেব।

(৪) জনাব নুরুল ইসলাম মল্লিক সাহেব।

(৫) জনাব আবুল হুসেন সাহেব।

———

পূর্ব্ব পাকিস্তানে নূতন মিশনারী নিয়োগ।

নেজারত ইসলাহ ওয়া ইরশাদের পক্ষ হইতে জনাব মৌঃ ফারুক আহমদ সাহেব শাহেদকে পূর্ব্ব পাকিস্তান আঞ্জুমন আহমদীয়ার জন্য নিয়োগ করা হইয়াছে। নব নিযুক্ত মিশনারী সাহেব আমাদের জনপ্রিয় মিশনারী জনাব মৌলবী মমতাজ আহমদ সাহেবের সাহেবজাদা। তিনি পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের মৌলবী ফাজেল পাশ করিবার পর আহমদীয়া মিশনারী ট্রেনিং কলেজের সর্ব্বোচ্চ ডিগ্রী (শাহেদ) লাভ করিয়াছেন। আল্লাহতালা তাঁহার নিয়োগকে বর্কতময় করুন।

———

বাঙ্গালী মিশনারীর অসুস্থতা

আহমদীয়া জামাতের প্রবীণ খাদেম আমাদের প্রিয় ভ্রাতা জনাব মৌলবী আলী আনোয়ার সাহেবের সাহেব জাদা জনাব মৌলবী আহমদ সাদেক সাহেব একজন কৃতি ছাত্র। তিনি পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ে মৌলবী ফাজেল পরীক্ষা কৃতিত্বের সহিত পাশ করার পর মিশনারী কোস পাশ করেন। অতঃপর তিনি আই, এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া বি, এ, পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতেছেন। নেজারত ইসলাহ ওয়া ইরশাদের পক্ষ হইতে তাঁহাকে ও পূর্ব্ব পাকিস্তানে মিশনারী নিয়োগ করা হইয়াছিল। কিন্তু দুঃখের বিষয় তাঁহার বর্ত্তমান স্বাস্থ্য পুর্ব্ব পাকিস্তানে আসার পথে বাধা সৃষ্টি করিয়াছে। ডাক্তারগণের মতে এখানকার সেঁতসেতে আবহাওয়া তাঁহার স্বাস্থ্যের অনুকূলে নহে। অতএব আমাদের কর্ত্তব্য দোয়া করা যেন আল্লাহতালা জনাব আহমদ সাদেক সাহেবকে পূর্ণ স্বাস্থ্য দান করেনও পূর্ব্ব পাকিস্তানবাসী তাঁহার দ্বারা উপকৃত হইতে পারেন। আমীন।

———

রাজশাহী জিলার নূতন জামাত কাকুরা নামক স্থানে আল্লাহতালার ফজলে আহমদীয়া মসজিদও তৎসংলগ্ন স্থানে অফিস গৃহের বন্দোবস্ত হইয়াছে। তথাকার প্রেসিডেণ্ট সাহেব জামাতের উন্নতির জন্য দোয়ার আবেদন জানাইয়াছেন।

———

ত্রিপুরা জিলার ক্রোড়া জামাতে খোদ্দামুল আহমদীয়ার উদ্যোগে তথায় একটি বিশেষ সভা অনুষ্ঠীত হইয়াছে। সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেন জনাব ডাঃ ফজলুর রহমান সাহেব। সভায় আহমদীগণ ছাড়া বহু গয়ের আহমদী ভ্রাতাগণও যোগদান করেন।

———

ময়মনসিংহ জিলার পাইকশা আঞ্জুমনের ভূতপূর্ব্ব প্রেসিডেণ্ট মরহুম ওয়াছিউজ্জমান সাহেব আহমদনগরে ইহলীলা সম্বরণ করিয়াছেন। "ইন্নালিল্লাহে.............." মরহুম বড়ই মোখলেছ আহমদী ছিলেন। তাঁহার আত্মার মাগফেরাতের জন্য দোয়ার আবেদন জানাইতেছি। সঃ আঃ।

———

পাঠ করুন পাঠ করুন
আগামী সংখ্যায়
পাঠ করুন ?

জুরিখ (সুইজারল্যাণ্ড) স্থিত আহমীয়া মিশনের ইনচার্জ মিশনারী সাহেব খৃষ্টান জগতের নতুন পোপকে যে তবলীগী পত্র দিয়াছেন, তাহার হুবহু নকল (বঙ্গানুবাদ সহ) আগামী সংখ্যা আহমদীতে প্রকাশ করা হইবে। সঃ আঃ।

Just Out ! Just Out !

ATONEMENT (ENGLISH)

By—M. Ajmal Shahed

Ahmadiyya Muslim Missionary

It Contains a critical examination of the Cristian doctrines of Sin, Forgiveness and Salvation.

It can be had :-
Free of Charge.

From :-
4, Bakshi Bazar Road Dacca.

কলিকাতা হইতে কাদিয়ান পর্য্যন্ত পদব্রজে সফর।

(১০ম পৃষ্ঠার পর)

১৩ই জুলাই ১৯৩৬ ইং :—আজ আমি বেলা অনুমান ১০টায় পাঞ্জাব প্রদেশের রোহতক জিলায় প্রবেশ করিলাম। কলিকাতা হইতে দিল্লী পর্য্যন্ত আমার মনের যে অবস্থা ছিল এখন আর তাহা নাই। এখন আহমদীয়ত সম্বন্ধে অনেক কিছু জানিবার আগ্রহ জন্মিল। সর্ব্ব প্রথম আগ্রহ হইল পাঞ্জাবের জন সাধারণের মধ্যে ইসলাম কতটুকু আছে তাহা জানিবার। কারণ এদেশের লোক যদি ধর্ম্মপরায়ণ হয় তবে এখানে সংস্কারক আসিবার প্রয়োজন কি ?

যাহা হউক মাইল পোষ্ট দেখিয়া জানিতে পারিলাম যে, দিল্লী হইতে আম্বালা ক্যাণ্ট ১২০ মাইল। আম্বালা হইতে যে পাতিয়ালা বেশী দূরে নহে তাহা আমি অবগত ছিলাম। পাতিয়ালা আমার বন্ধু ডাক্তার মোঃ সিদ্দিক সাহেবের বাড়ী। মনে করিলাম যে পাতিয়ালাতে কিছু দিন আরাম করিয়া পরে রওয়ানা হইব। গন্তব্য স্থান নিকটবর্ত্তী বলিয়া মনে আনন্দ আসিল। পরিধানের কাজ কিছু দিন পূর্ব্ব হইতে সাদা চাদর দিয়া চালাইতেছি। কিন্তু জুতার অবস্থা নেহায়েৎ খারাপ। ইহা আর ব্যবহারের উপযুক্ত নহে। দিনের বেলা রাস্তা গরম থাকে খালি পায়ে হাটিতে কষ্ট হয়, কাজেই রাত্রিকালের সফর বৃদ্ধি করিতে হইল। দুপুর বেলা একটি গ্রামে কতজন মুসলমান বসা দেখিয়া তথায় গেলাম এবং তাহাদের সাথে কতক্ষণ কথা বার্ত্তা ও পিপাসা নিবারণের পর আবার রওয়ানা হইলাম। পরবর্ত্তী গ্রামের পানীর কোন বন্দোবস্ত দেখিলাম না। তারপর সাক্ষাৎ হইল জনৈক হিন্দু সাধুর সহিত। কতটুকু অগ্রসর হওয়ার পর সাধু আমাকে সঙ্গে করিয়া এক হিন্দু বাড়ীতে গিয়া পাঞ্জাবী ভাষায় কি যেন বলিলেন। বাড়ীওয়ালা উভয়কে গাছ তলায় বিছানা পাতিয়া দিলেন এবং খাবার নিয়া আসিলেন। আহারান্তে উভয়ে নিদ্রা গেলাম। বিকালে তথা হইতে অগ্রসর হইয়া "মোরঙ্গেল" নামক গ্রামে পৌছি। আজ আমি ২৮ মাইল পথ অতিক্রম করিলাম।

মোট :—"এখন হইতে দুরত্ব দিল্লি হইতে ধরা হইবে।"

১৪ই জুলাই ১৯৩৬ ইং :— একেতো পাঞ্জাবী গরম, তারপর না আছে জুতি, না আছে ছাতি বাধ্য হইয়াই ১০টার দিকে এক মসজিদে আশ্রয় নিলাম। আছরের নামাজ পর্য্যন্ত এই মসজিদে অতিবাহিত করিয়া অগ্রসর হইলাম সামনের দিকে। দুইবার নামাজ পড়িলাম একা। একটি লোকও মসজিদে আসিল না।

হজরত রসুল করীম (দঃ) বলিয়াছেন :— "মাছাজিদুহুম আমেরাতুন ওয়া হুয়া খারাবুম মিনাল হুদা।" "মসজিদ সকল সৌন্দর্য্যপূর্ণ হইবে কিন্তু হেদায়েৎ শূন্য।" "মেশকাত"। পাঞ্জাবের মসজিদগুলি পশ্চিম বঙ্গ বা বিহারের মসজিদের ন্যায় নোংড়া নহে। হাঁ, হেদায়েৎ শূন্য তো হইবেই। নতুবা আ হজরত (দঃ)-এর ভবিষ্যদ্বানী পূর্ণ হইবে কিরূপে ? যাহা হউক আজ মাত্র ১৪ মাইল পথ চলার পর "ছামালখান" নামক স্থানে পৌছিলাম। আজ ইচ্ছা ছিল যে খুব ঘুমাই। কিন্তু এখানকার মশা আমাকে রাত ১২টায় তাড়াইয়া দিল। সেখান হইতে রওয়ানা হইয়া ঐতিহাসিক সহর "পানিপথ" পৌছিয়া ফজরের নামাজ পড়িলাম।

১৫ই জুলাই ১৯৩৬ ইং :—ভোর বেলা যখন মওলানা আলী হাই স্কুলের' সম্মুখ দিয়া যাইতেছি তখন স্মরণ হইল মওলানার কবিতা "মুসলমানী দর গোর মুসলমানী দর কেতাব।" মুসলমানগণ চলে গেছেন কবরে আর মুসলমানী সন্নিবেশিত রয়েছে কেতাবে। মুছাদ্দেছে হালী।

আজ মনের গতি কেমন যেন হইয়া গেল। ইসলামী ইতিহাস যতটুকু জানা আছে আমার মানস পটে অঙ্কিত হইতে লাগিল। বিশ্রামের জন্য ৩টি মসজিদে ৩ বার ঢুকিলাম। চক্ষে নিদ্রা নাই। ইচ্ছা হয় যে একটু নিদ্রা যাই এবং গত রাতের অনিদ্রার ক্ষতিটা পূরণ করি। কিন্তু বাহ্যিক ইচ্ছা অবশেষে হার মানিল। আজ আমি ৪২ মাইল পথ হাটিয়া কর্ণাল সহরে পৌছিলাম। আজ আশ্রয় নিলাম বিখ্যাত পীর হজরত বু-আলী কলন্দরের দরগাহতে। আমার এই সফরের আজ একটি বিশেষ দিন। খোরাকীর সহিত তো সাক্ষাৎ নাইই, তদুপরি কোথাও পানি পান করিয়াছি কিনা স্মরণ নাই। একটি মাতালের মত ৪২ মাইল পথ অতিক্রম করিয়াছি। পায়ে যে কোন সময় কাঁটা বিন্ধিল তারও খেয়াল নাই। কিন্তু এখন মাতলামী কমিয়াছে। চক্ষু বলে নিদ্রা যা, শরীর বলে আরাম কর, কিন্তু পায়ের ব্যথা এবং দর্গার মশা বলে খবরদার ঘুমাইতে দিব না। যাহা হউক আজ সুনিদ্রা হইল না।

ক্রমশঃ।

The Review of Religions

(Established in 1902 by the Promised Messiah)

WORLD-WIDE CIRCULATION

*Is the Premier Monthly Magazine of the Ahmadiyya Movement
*Dedicated to the interests of Islam and World Peace
*Deals with Religions, Ethical, Social and Economic Questions
*Islamic Mysticism, Current Topics & Book Reviews

Annual subscription Rs 10/- only
Concession for Non-Ahamadis & Students Rs. 5|- only
Please subscribe and send your subscriptions and donations to :—

THE MANAGER, THE REVIEW OF RELIGIONS
Rabwah (West Pakistan)

Printed at the Satya-Sadhana Chhapakhana, Narayanganj. Edited and Published by Md. Ahsanullah Sikder from 4, Bakshi Bazar Road, Dacca,